বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(প্রকাশকালঃ ১৫/১০/২০১৮)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১.১ ভূমিকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। এ বাস্তবতায় বর্তমান সরকার আইসিটি খাতকে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা আধুনিক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সঠিক নীতির সাথে বাস্তবধর্মী কৌশল সমন্বিত করা হলে আইসিটি জনকল্যাণে ও টেকসই উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা- এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকান্ড। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তি সহজীকরণ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের সোপান থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এভাবেই বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইল ফলক অতিক্রম করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক রূপান্তরের (Digital Transformation) মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে মর্মে আশা করা যায়।

১.২ বিভাগ পরিচিতি

আইসিটি সেক্টরের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গঠন করা হয়। ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে উক্ত বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের গতি আরও বেগবান ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে এবং এর অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠন করা হয়।

১.২.১ রূপকল্প **(Vision)**

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

১.২.২ অভিলক্ষ্য **(Mission)**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, গবেষণা, সফল প্রয়োগ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা প্রসারের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা।

১.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন এবং যুগোপযোগীকরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রায়োগিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা/সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জরিপ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান এবং অর্থ সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ততা (Co-operation) বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ই-গভর্নেন্স, ই-অবকাঠামো (Infrastructure), ই-স্বাস্থ্য, ই-বাণিজ্য ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয়করণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে এর সহজলভ্যতা জনগণের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জনসচেনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, স্থানীয় কোম্পানি সমূহকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা বিধান, প্রাপক ও প্রেরকের পরিচয় এবং সকল উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন।

১.২.৪ জনবল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অনুমোদিত ও কর্মরত জনবল

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১।	সচিব	০১	০১	-
০২।	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৫	-
০৩।	যুগ্মসচিব	০৩	০৪	-
০৪।	উপসচিব	০৬	১৩	-
০৫।	উপ-প্রধান	০১	০২	-
০৬।	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৪	০০	১৪
০৭।	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৩	০২	০১
০৮।	সচিবের একান্ত সচিব	০১	০	০১
০৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
১০।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১	-
১১।	প্রোগ্রামার	০১	০১	-
১২।	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	-
১৩।	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-
১৪।	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-
১৫।	প্রশাসনিক কমকর্তা	১৭	০৬	১১
১৬।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	০৫	০৭
১৭।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০	০১
১৮।	কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-
১৯।	ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
২০।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০২	০২	-
২১।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৮	১১	০৭
২২।	ক্যাশ সরকার	০১	০১	-
২৩।	অফিস সহায়ক	২৫	১৫	১০
২৪।	নিরাপত্তার প্রহরী (পূর্বের নৈশ প্রহরী)	০২	০০	০২
২৫।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পূর্বের ক্লিনার)	০৪	০০	০৪
	সর্বমোট পদ সংখ্যা	১২০	৭৫	৪৫

১.২.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্গানোগ্রাম

(ক) অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহ

অনুবিভাগের নাম	অধিশাখা	শাখা
সাধারণ সেবা	বাজেট অধিশাখা	রাজস্ব বাজেট শাখা উন্নয়ন বাজেট শাখা হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা
	অভ্যন্তরীণ সেবা অধিশাখা	পার্সোনেল সেবা শাখা(প্রশাসন) লজিস্টিক সেবা শাখা জাতীয় সংসদ ও আন্তঃমন্ত্রণালয় শাখা
সংস্থা সেবা ও ইনোভেশন	অর্গানাইজেশন সাপোর্ট অ্যান্ড আইসিটি উদ্ভাবন	সংস্থা-১ শাখা সংস্থা-২ শাখা আন্তর্জাতিক বিষয় ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত শাখা আইসিটি প্রমোশন শাখা

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	পরিকল্পনা অধিশাখা	প্রোগ্রাম শাখা প্রকল্প শাখা
	উন্নয়ন অধিশাখা	সমন্বয় শাখা মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ শাখা
আইসিটি	সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অপারেশন	ই-সার্ভিস অপারেশন শাখা ই-সার্ভিস উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা শাখা
	ই-সার্ভিস ডেলিভারি	গবেষণা ও বৃত্তি শাখা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি শাখা
	ই-সার্ভিস অ্যাক্ট অ্যান্ড পলিসি	আইন বিধি ও প্রবিধি শাখা পলিসি শাখা

(খ) অর্গানোগ্রাম

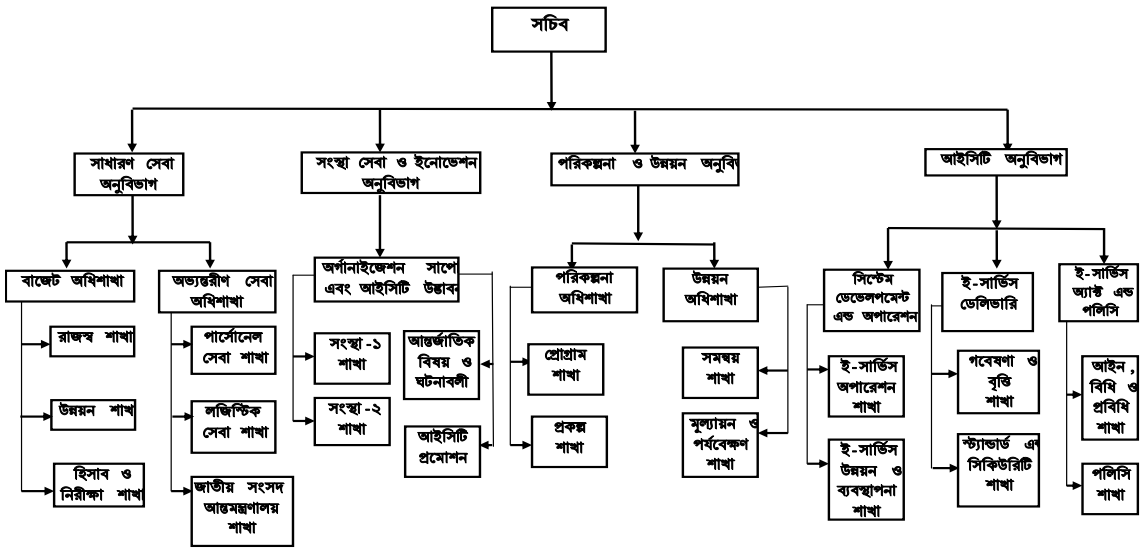

১.২.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মবন্টন

১.২.৬.১ সাধারণ সেবা অনুবিভাগ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলি/পদায়ন/প্রেষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, চাকুরি বহি, বার্ষিক/বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন ফরম(এসিআর) সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন/সংশোধন;
- মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কিত;
- অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ/সংশোধন;
- জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;

- বিভাগের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়, সেবা ও জ্বালানী ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা, প্রটোকল, বিভিন্ন বিল পরিশোধ, ষ্টোর, স্টক ও সরবরাহ, অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা;
- পত্র প্রাপ্তি ও জারি;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যসমূহ।

১.২.৬.২ সংস্থা সেবা ও উদ্ভাবন অনুবিভাগ

- বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর এবং সংস্থা সমূহের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভা/সেমিনার/মেলা অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- দেশব্যাপি আইসিটি সম্পর্কিত অনুষ্ঠান/উৎসবাদি আয়োজন ও মনিটরিং;
- আইসিটি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান/উৎসবাদি আয়োজন ও ব্রান্ডিং কার্যক্রম সম্পাদন;
- দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও প্রসার সম্পর্কিত প্রচারণা এবং আইসিটি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যসমূহ।

১.২.৬.৩ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অনুবিভাগ

- এ বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন;
- এ বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত টিপিপি/ ডিপিপি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- পিপিপি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- এডিপি সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং প্রতিবেদন প্রদান;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১.২.৬.৪ আইসিটি অনুবিভাগ

- আইসিটি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ডিজিটাল টাস্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- আইসিটি গবেষণা কার্যক্রম;
- আইসিটি শিক্ষা, বৃত্তি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জেলা ও উপজেলা আইসিটি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন;
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ প্রদান;
- সরকারি অফিসে ইন্টারনেট/ওয়েব সার্ভিস চালুকরণ এবং ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান;
- পেপারলেস অফিস চালুকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সাইবার ক্রাইম ডিটেক্ট ও প্রটেকশনে সহায়তা প্রদান;
- কম্পিউটার সিকিউরিটি ও কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নাগরিক সেবাসমূহ আইসিটির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সামগ্রী অচল ঘোষণায় সহায়তা প্রদান;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরিকরণ;

- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১.২.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
- কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ এবং
- এটুআই প্রোগ্রাম (পহেলা জুলাই, ২০১৮খ্রিঃ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত)

১.২.৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট

(হাজার টাকায়)

ক্র: নং:	বিবরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছর		ব্যয়	ব্যয়ের হার
		বাজেট	সংশোধিত		
১.	অনুন্নয়ন	১৮৯,২২,৯২	২০৮,৯৩,৬৩	১৩২,১৮,৯২	৬৩.২৭%
২.	উন্নয়ন	৩৭৮৪,৪৫,০৮	৩২৬০,৪৬,০০	২৯৩৫,৫১,৮৬	৯০.০৩%
মোট:		৩৯,৭৩৬,৮০০	৩৪,৬৯৩,৯৬৩	৩০,৬৭৭,০৭৮	৮৮.৪২%

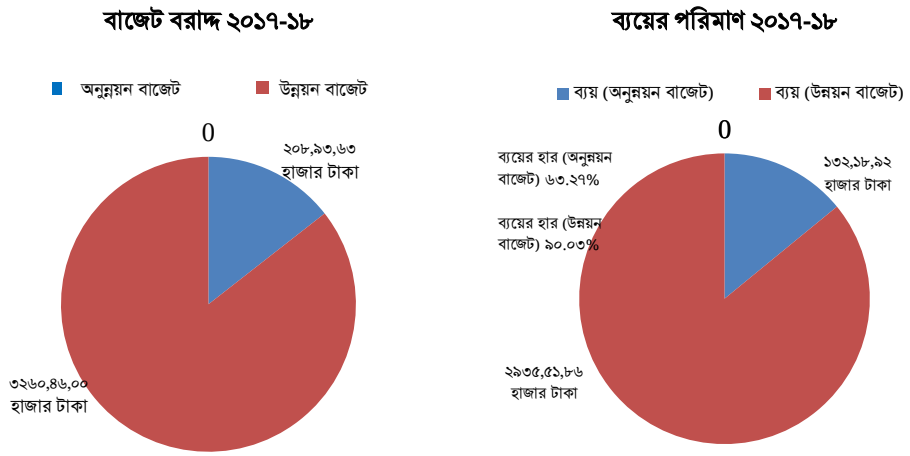

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়

১.২.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১১-১২ (শুরু) থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার

অর্থবছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতির হার
২০১১-১২	২৮৮২.০০	৬৮.৪২%
২০১২-১৩	১৩৭৩০.০০	৯৫.৪৪%
২০১৩-১৪	৯৬২৫৮.২৯	৭৫.৯২%
২০১৪-১৫	৮১১৪১.২৭	১০২.১৬%
২০১৫-১৬	৯৫৪০৯.০০	১২০.৫৫%
২০১৬-১৭	১৫৯৪৫২.০০	৭৯.০০%
২০১৭-১৮	৩২৬০৪৬.০০	৯০.০৩%

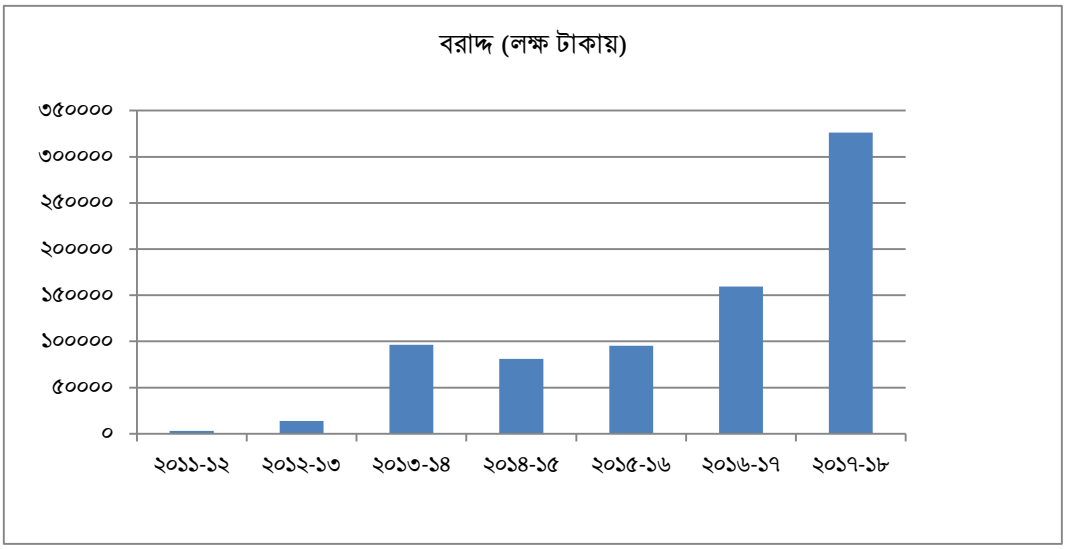

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের হার

১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত/প্রস্তাবিত আইন ও নীতিমালা

১.৩.১.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮(খসড়া)

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, ও বিচার সংক্রান্ত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬ এর খসড়া গত ১১.০৮.২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের পর ২২.০৮.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৬.০১.২০১৮ তারিখে ভেটিং এর পর ২৯.০১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। খসড়াটিতে ২৮.০২.২০১৮ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণক্রমে ০৯.০৪.২০১৮ তারিখে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ২০১৮' সংসদে উত্থাপিত হলে অধিকতর পর্যালোচনার জন্য ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি-তে প্রেরণ করা হয়।

১.৩.১.২ সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮

সুষ্ঠুভাবে সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের গোপনীয়তা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮' গত ০৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, গত ০৮ মে ২০১৮ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক উক্ত নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ২২ মে ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে এটি প্রকাশিত হয়।

১.৩.১.৩ জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮ (খসড়া)

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প খরচে লেনদেনসহ নানাবিধ সুবিধা ডিজিটাল কমার্স প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় দেশের শিল্প বিকাশ, রপ্তানি উন্নয়ন এবং আইসিটিসহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮ -এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

১.৩.১.৪ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ (খসড়া)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' -এর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক খসড়ার ওপর ০৯ জুন ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

১.৩.১.৫ আইসিটি উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ই-সেবা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্যোগ ও কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আইসিটি উন্নয়নের নিমিত্ত তহবিল যোগানের জন্য রাজস্ব বাজেটের অধীন সম্পূর্ণ অনুদান ভিত্তিক 'আইসিটি উন্নয়ন তহবিল' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে।

১.৩.২ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি/ফেলোশীপ, উদ্ভাবনীমূলক কাজ এবং বিশেষ অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

ক্রম	উদ্ভাবনীমূলক কাজে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিশেষ অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ফেলোর সংখ্যা	প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	৩৫ টি নবায়ন-৩৪টি	-	-	৩,৪৬,৫৯,০০০/- (তিন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ উনষাট হাজার)
২.	-	৫৫ টি নবায়ন-১৬টি	-	৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি)
৩.	-	-	ফেলোশিপ প্রদান – ৫২ জন ফেলোশিপ নবায়ন – ৩০ জন সুপারভাইজারের সম্মানী – ২৭ জন	৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি)

১.৩.৩ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিবরণ নিমণরূপঃ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	মোট প্রশিক্ষণার্থী (প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়সহ)
১.	সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯	০১ দিন (২১.০৮.২০১৭)	৩১ জন (১০ম-২০তম গ্রেড)
২.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল্‌স	১০দিন (১৪.০৯.২০১৭ - ২৮.০৯.২০১৮)	২২জন (৯ম এবং তদুর্ধ্ব গ্রেড)
৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	০১ দিন (২৭.১২.২০১৭)	২০ জন (৯ম এবং তদুর্ধ্ব গ্রেড)
৪.	অফিস ব্যবস্থাপনা	০১ দিন (২২.০১.২০১৮)	০৭ জন (১০গ্রেড)
৫.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	০১ দিন (২২.০২.২০১৮)	১৯ জন (৯ম গ্রেড এবং তদুর্ধ্ব গ্রেড)
৬.	পাবলিক প্রকিউমেন্ট রুলস	০৩দিন (০৫.০৩.২০১৮- ০৮.০৩.২০১৮)	৩০ জন (প্রকল্প পরিচালক/উপ-পরিচালক)
৭.	সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯	০১দিন (১১.০৩.২০১৮)	২২ জন (১০-২০তম গ্রেড)
৮.	Sampling Method & Data Driven Decision Making	০২দিন (১৪.০৫.২০১৮- ১৫.০৫.২০১৮)	৩৭ জন (৯ম এবং তদুর্ধ্ব গ্রেড)
৯.	অফিস পদ্ধতি বিষয়ক	০৩দিন (০৭.০৬.২০১৮- ০৯.০৬.২০১৮)	৫৪ জন (১০ম-২০তম গ্রেড)
১০.	অফিস পদ্ধতি বিষয়ক	০২দিন (১০.০৬.২০১৮ ও ১২.০৬.২০১৮)	৫৪ জন (১০ম-২০তম গ্রেড)
	সর্বমোট	২৫ দিন	২৯৬ জন

১.৩.৪ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কনফারেন্স/ইভেন্ট প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে ৪৭টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণসমূহ ভারত, ফিলিপাইনস, চীন, জর্ডান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১.৩.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮

বিগত ০৬.০৭.২০১৭ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩৭টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২২টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইসিটি বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিমণরূপঃ

ক্রম	**কৌশলগত উদ্দেশ্য**	**গৃহীত কার্যক্রম**
১.	আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন	০৯টি
২.	নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	০৭টি
৩.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	০৭টি
৪.	ইগর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা-	০৮টি
৫.	আইসিটি ভিত্তিক আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ	০৬টি

১.৩.৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৭-১৮)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১.	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট আয়োজন	১৮০টি প্রতিষ্ঠান	২০০টি প্রতিষ্ঠান
২.	আইসিটি এক্সপো	৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও ১৮০০০০ জন দর্শনার্থী	৯০ টি প্রতিষ্ঠান ও ২০০০০০জন দর্শনার্থী
৩.	জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	৩০ টি	৪৭ টি
৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার/ডিজিটাল/বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন	৯০০ টি	১১৭০ টি
৫.	ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি প্রদান	১৫০০ টি	১৬০০ টি
৬.	নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটি প্রশিক্ষণ	১০০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী	১৫৩০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী
৭.	আইসিটি সেক্টরে উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রাম উৎসাহী করতে গবেষণা কাজে ফেলোশীপ প্রদান	৫০টি	৫২টি
৮.	টপ আপ এবং ফাউন্ডেশন স্কীল প্রশিক্ষণ	১০০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী	২০৬১০ জন প্রশিক্ষণার্থী
৯.	ই-কমার্স পলিসির খসড়া চূড়ান্তকরণ	৩১.১২.২০১৭	৩১.১২.২০১৭
১০.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ	৩১.০৩.২০১৮	২৫.০৩.২০১৮

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া তৈরি করে বিশেষজ্ঞ পুলের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৯ জুন, ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৩.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। দপ্তর/সংস্থাসমূহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা ও অংশীজনের সভা/সেমিনার এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। বিগত শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ বিভাগের ২য়-৪র্থ শ্রেণীর ৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অনলাইন রেসপন্স ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিভাগ এবং সিসিএ কার্যালয়ের ০২টি উদ্ভাবনী ধারণা [অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট এবং Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS)] বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৭' প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী ২জন হলেনঃ

(১) জনাব মোঃ খায়রুল আমীন, যুগ্ম-সচিব
(২) জনাব ভোলানাথ ত্রিপুরা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১.৩.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ২৩টি যার মধ্যে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৫টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্নের লক্ষে ব্রডশীটে জবাব প্রেরণ করা হয়। এ বিভাগের অডিট আপত্তির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	মোট অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		নিষ্পত্তির হার	মন্তব্য
		আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সচিবালয়)	২৩টি	৪০৪৭.৭৫	৮টি	১৬৮.৮২	১৫টি	৩৮৭৮.৯৩	৩৭.৭৮%	সাধারণ ও অগ্রিম

১.৪ উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে এ বিভাগের অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২২টি এবং মোট বরাদ্দ ছিল ৩২২৩.০৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ বিভাগের মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টি এবং বরাদ্দ ৩২৬০.৪৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগের সমাপ্তির জন্য প্রকল্পের সংখ্যা ০৮টির মধ্যে ০৬টি প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ২য় সংশোধিত শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর প্রকল্প ০২টি সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ বিহীন ভাবে অননুমোদিত ০৬টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ছয়টি প্রকল্পেরই প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজ্যাবিলিটিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধি ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প, (২) ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প এবং (৩) বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প ০৩টি অনুমোদিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৭টি প্রকল্প সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ০৫টি প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং (১) ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, (২) বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (১ম সংশোধিত), (৩) সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (২য় সংশোধিত) ও (৪) লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প ০৪টি'র সংশোধন প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০২টি কর্মসূচি চলমান ছিল। কর্মসূচি ০২টি জুন ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

১.৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিভাগের প্রকল্পসমূহ (অর্থবছর ২০১৭-১৮)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (%)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল					
১	লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ফেব্রুয়ারি২০১৩ হতে জুন ২০১৯	৭৫৪২১.০০	১৫৮৩৯.০০	১৫৭৫৯.৮০ (৯৯.৫০%)
২	ফোর টায়ার জাতীয়ডাটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	১৫৯৯৫৫.৬৭	৭৪১২২.০০	৫৭৫৩৬.৮৮ (৭৭.৬২%)
৩	উদ্ভাবনও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২২৯৭৩.৮৬	৩৮২২.১৪	১৫৪৯.৮২ (৪০.৫৫%)
৪	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	২৩৪৭.২২	৫১৫.০০	২৪২.৬০ (৪৭.১১%)
৫	সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত)	(জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৯)	২৫২৫.৫৫	১৬৪২.০০	১৬০৭.৪৫ (৯৭.৯০%)
৬	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইনফো-সরকার-৩ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২০৩৯৪৮.২৫	১৮৭৫৩৯.০০	১৮৬০৫৭.৩৭ (৯৯.২১%)
৭	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৫৯০২.০০	১৩০০.০০	৩৩৯.২৯ (২৬.১০%)
৮	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২৮৫৭.০০	১০৫৬.০০	১০৪১.১১ (৯৮.৫৯%)
৯	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	২০৫৭.৭০	১২৯৩.০০	১১৯০.১৯ (৯২.০৫%)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (%)
১০	তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	২৪৮৬.৮৮	৮৯৬.০০	২০৪.০৭ (২২.৭৮%)
১১	ডিজিটাল সিলেট সিটি	নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	৩০২০.০০	১০.০০	৯.৩৯ (৯৩.৯০%)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ					
১২	শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	২৫৩০৯.৪৮	২৬৪.০০	২১৬.০০ (৮১.৮২%)
১৩	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	৩৯৪১৪.০০	৪৩৫০.০০	৪১৩০.৩২ (৯৪.৯৫%)
১৪	হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	১৮৭১২.৫৫	৫০০০.০০	৪৫০৫.০০ (৯০.১০%)
১৫	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	৩০৫১০.৩৮	১৮৯৩.০০	৯৬৫.৬০ (৫১.০১%)
১৬	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি)স্থাপন	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২৩৮২৪.৭০	৩৬৪৫.০০	৩৫০০.০০ (৯৬.০২%)
১৭	১২ (বার) আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১৭৯৬৪০.০০	২৬৯৬.০০	৫৩৭.২২ (১৯.৯৩%)
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	৮২০২.১০	৯৮.০০	
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর					
১৯	সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবস্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮	৩৯৭৭৭.৭৫	৮৩৫২.০০	৭০৮৭.৩৯ (৮৪.৮৬%)
২০	প্রযুক্তি সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	৮১৮৯.৫৪	২০৮৩.০০	১৫১.০০ (৭.২৫%)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ					
২১	পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	২১৪৯.১৩	৭৬৯.০০	৭৫৯.৪১ (৯৮.৭৫%)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ					
২২	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৩১৯৭৭.১৬	৪৬৩৬.০০	৪৬৩৫.০৯ (৯৯.৯৮%)
২৩	মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	২৮১৯৭.০২	৪২২৬.০০	১৬৫২.৭১ (৩৯.১১)

১.৪.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১.৪.২.১ মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৮১৮০.৮২লক্ষ টাকা
মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯

(ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্যে

- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে মোবাইল গেইম ও অ্যাপস উন্নয়নে স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুত করা;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আইসিটি খাতে বিশ্ব বাজারে প্রবেশের জন্য আউটসোর্সিং যোগ্যতা/সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেইম ও অ্যাপস তৈরির জন্য ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করা;
- ৫২৫ জন মোবাইল গেইম, অ্যাপস, UX Design, Game Monetization and Marketing এর মাস্টার প্রশিক্ষক তৈরি করা;
- মোবাইল গেইম অ্যানিমেশন উন্নয়নে ২৮০০ জন, মোবাইল অ্যাপস উন্নয়নে ৮৭৫০ জন, UX (User Experience) ও UI (User Interface) Design এ ২৮০০ জন এবং Apps Monetization & App Management Including Marketing এ ১৭৫০ জনসহ মোট ১৬১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সর্বোপরি বিভিন্ন অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের কাঙ্খিত সেবা হাতের মুঠোয় পৌছে দিয়ে জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

(খ) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ

- মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন তৈরীর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে দেশব্যাপী ৫টি ভেন্ডরের সাহায্যে ১৬১০০ জনকে iOS ও Android, Game Animator, UX & UI Designer এবং App Monetization & App Management ভার্সনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হবে এবং প্রশিক্ষণে ঢাকা বিভাগের ৫,৬৭০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ২,১৩৫ জন, রাজশাহী বিভাগের ২,৫২০ জন, খুলনা বিভাগের ২,৪৮৫ জন ময়মনসিংহ বিভাগের ১,২২৫ জন, বরিশাল বিভাগের ৩৫০ জন, রংপুর বিভাগের ১,১২০ জন ও সিলেট বিভাগের ৫৯৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
- দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৬টি ল্যাপটপ, iOS ও Android ফোনসহ অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে ৮টি গেইমিং/হোস্টিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের ৩০টি জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এ ৩০০টি ল্যাপটপসহ অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে ৩০টি টেস্টিংল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- এটুআই এর পরামর্শে ও সহযোগিতায় ১০টি সরকারি দপ্তরের জন্য সেবা সহজীকরণের আওতায় ১০টি দাপ্তরিক এ্যাপস ও এ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করার লক্ষে ইতোমধ্যে EOI আহবান করে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং RFP পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া আরো ৫১টি সরকারি দপ্তরের এ্যাপসের EOI পর্যায়ক্রমে আহবান করা হবে।
- দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরের প্রদত্ত সম্ভাব্য সকল সেবার তথ্য ভিত্তিতে এ্যাপস 'Citizen Help Desk' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দিষ্ট ফরমেট এবং Governance Invation Unit (GIU) এর গাইডলাইন মোতাবেক বাস্তবায়ন চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে একটি জেলার সকল জনগণ অফলাইনে জেলা পর্যায়ে সকল দপ্তরের সকল সেবার নাম, সেবা প্রাপ্তির সময়, সেবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি, খরচের পরিমান, দায়িত্ব প্রাপ্ত উর্ধতন কর্মকর্তার পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি সহজে পাবেন যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে সুগম করবে।

১.৪.২.২ লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (Learning and Earning Development Project) (২য় সংশোধিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা
মোট বরাদ্দ ৩১৯৭৭.১৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময় বর্ধন প্রক্রিয়াধীন)

(ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- স্ব-কর্মসংস্থান (Self Employment) ও অনলাইন আউটসোর্সিং বৃদ্ধি কল্পে মোট ৭৮,৬৬০ জনকে আইটি/আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আইটি/আইসিটি সেক্টরে মুক্ত পেশাজীবি প্রশিক্ষণ (Professional Outsourcing Training) এর মাধ্যমে সর্বমোট ৫৩ হাজার জনকে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলা;
- আইটি/আইসিটি সেক্টরে বিশ্ববাজারে প্রবেশের জন্য আউটসোর্সিং-এ আগ্রহী ও মেধাবীদের যোগ্যতা/সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা আইটি/আইসিটি খাতে বিশ্ববাজারে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- আইটি/আইসিটি খাতে বিশ্ববাজারে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ক্যারাভ্যান ডিজিটাল বাসযোগে ১,৬৬,৩২০ জন শিক্ষিত নারীকে আইটি/আইসিটি বিষয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা।

(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণের ধরন	মোট ব্যাচের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত ব্যাচ	লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
বেসিক আইটি লিটারেসি-১৫ দিনব্যাপী (নারীদের জন্য সংরক্ষিত)	১০০০টি	১০০০টি	২০০০০ জন	২০০০০ জন	(সমাপ্ত)
বেসিক আইটি/আইসিটি আউটসোর্সিং০৩ দিনব্যাপী	৫৮টি	৫৮টি	২৯০০ জন	২৯০০ জন	(সমাপ্ত)
স্পেশালাইজড আউটসোর্সিং ১০দিনব্যাপী	২১টি	২১টি	৮৪০ জন	৮৪০ জন	(সমাপ্ত)
Professional Outsourcing Training ৫০ দিনব্যাপী (২৫% নারীদের জন্য সংরক্ষিত)	৬৫০টি	৬৫০টি	১৩০০০ জন	১৩০০০ জন	(সমাপ্ত)
জার্নালিস্ট/মিডিয়া ওয়ার্কার ০১দিনব্যাপী	৬৪টি	৬৪টি	১৯২০ জন	১৯২০ জন	(সমাপ্ত)
Professional Outsourcing Training ৫০ দিনব্যাপী	২০০০টি	-	৪০,০০০জন	-	-
		মোট	৭৮৬৬০ জন	৩৮৬৬০ জন	

(গ) লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার নারীদের আইটি বিষয়ক বেসিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ সহায়তা

প্রশিক্ষণের ধরন	মোট ব্যাচের সংখ্যা	সমাপ্তকৃতব্যাচ	লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
০২ দিনব্যাপী কম্পিউটার/আইটি বেসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহায়তা	৬৪টিজেলা	_	১,৬৬,৩২০জন	২৬,৮৯১জন	চলমান

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক ভাবে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এ প্রকল্প হতে এ যাবৎ প্রায় ৫১,৯৭৪ জন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদি আইটি/আইটিইএস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং আরো কমপক্ষে ১০ হাজার নারীকে Professional Outsourcing Training ও প্রায় ১লক্ষ ৪০হাজার জনকে ডিজিটাল ক্যারাভ্যান বাসযোগে আইটি/আইটিইএস প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঙ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদন

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩ হাজার Professional Outsourcing প্রশিক্ষণার্থীদের মূল প্রশিক্ষণ শেষে মেনটরিং প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থান/ফ্রিল্যান্সার তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অন-লাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সমন্বিত উপার্জন প্রায় ৩২,১৯,৭১৪ লক্ষ ইউএস ডলার। এর মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয় ২৭,২৩,৬০৬লক্ষ এবং নারী প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয় ৪,৯৬,১০৮লক্ষ ইউএস ডলার (সূত্র: LEDP মনিটরিং সিস্টেম);
- ডিজিটাল ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার নারীদের আইটি বিষয়ক বেসিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে এ পর্যন্ত ১৫,৩০৭ জনকে প্রশিক্ষণ;
- ৬৪ জেলায় আইসিটি ও লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রশিক্ষণ সম্পৃক্ত তথ্য অবগতির জন্য ১০০টি বিলবোর্ড স্থাপন;
- আইসিটি ও লার্নিং এন্ড আর্নিং বিষয়ে তথ্য প্রচারের জন্য ২টি টিভিসি, ১টি নাটিকা, ৫২টি টক্-শো নির্মাণ ও প্রচার;
- ২টি জেলায় প্রকল্প সম্পৃক্ত লার্নিং এন্ড আর্নিং মেলা অনুষ্ঠান;
- ১৩৮১টি ল্যাপটপ ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করণ ও ১টি ডিজিটাল ক্যারাভ্যান বাস ক্রয়;
- ২য় সংশোধনী মতে ৪০ হাজার জনের মুক্ত পেশাজীবি (Freelancer) প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ, প্রশিক্ষণের মডিউল ও ম্যানুয়াল প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে টেন্ডারের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা অনুসরণ, সকল রেজিস্টার ও ফাইল আপডেট এবং দ্রুত কাজ সম্পাদনকরণ;
- ২০১৭-১৮অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৪৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৪৬৩৫.০৯ লক্ষ টাকা। বাৎসরিক লক্ষ্য অর্জন ১০০% এবং এ যাবৎ মোট ব্যয় ১৬২৩৪.২১লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতিতে ৫০.৮৩%ও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%;
- বাংলাদেশ অনলাইন আউটসোর্সিং এর কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতিতে গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত Freelancer Conference-এ বিভাগ ভিত্তিক এক জন পুরুষ ও এক জন নারীকে সেরা Freelancer Award প্রদান করা হয়।

১৯ অক্টোবর ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাকিত সম্মেলন কেন্দ্রে ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স

(চ) Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য

- প্রথম পর্যায়ের Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ

  লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ে ৬৫০টি ব্যাচে ১৩০০০ জনকে ৫০ দিনব্যাপী (২০০ ঘন্টা) ৪টি লটে বিভক্ত করে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম সফল ভাবে শেষ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে শতভাগ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

- দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৪০ হাজার জনকে Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ

  প্রকল্পের প্রাথমিক সাফল্যে দেশের যুব এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে আরও ৪০ হাজার জনকে ২০০০ ব্যাচে বিভক্ত করে দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সম্পৃক্ত কার্যাবলী ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। শতভাগ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষমাত্রা সামনে রেখে ১৫টি বিশেষায়িত Professional Outsourcing প্রশিক্ষণের সাথে পূর্বমত মূল তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত ১লক্ষ ৩৭হাজার ৯১৩জন অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

Professional Outsourcing Training কার্যক্রম

(ছ) টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি শীর্ষক কার্যক্রম

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইটি/আইটিইএস প্রশিক্ষণ বিষয়ক পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এখনও অপ্রতুল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের শহরে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ বিষয়। সে লক্ষ্যে আইটি/আইটিইএস বিষয়ে তৃনমূল পর্যায়ের নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, রবি আজিয়াটা লি: ও হুয়াওয়ে টেকনোলজি বাংলাদেশ লি: এর যৌথ উদ্যোগে 'টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি' শীর্ষক কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইসিটি বিভাগের ২টি, রবি আজিয়াটা লি: এর ২টি, হুয়াওয়ে টেকনোলজি বাংলাদেশ লি: এর ২টি সহ মোট ৬টি ডিজিটাল ট্রেনিং বাস এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ট্রেনিংবাসের উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ট্রেনিং বাস উদ্বোধন করেন

ডিজিটাল ট্রেনিং বাসে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে

১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি সমূহ (২০১৭-১৮)

(ক) তৃণমূলের জন্য তথ্যজানালা কর্মসূচি;
(খ) আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর কর্মসূচি।

১.৬ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ ফোরাম হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৩সদস্য বিশিষ্ট 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা, আইটি বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ কমিটিতে রয়েছেন। প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার জাতীয় পণ্য রপ্তানিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছানো এ কমিটির মূল লক্ষ্য। ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-ট্রেড, ই-ফিন্যান্স, ই-মেডিসিন, ই-এডুকেশন এবং ই-ট্রেনিংসহ বিভিন্ন ধরনের আইসিটি সেবা চালুর বিষয়ে এ কমিটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তির অবদানের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ ;
- তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ উন্নয়ন ও বিকাশের রূপরেখা প্রণয়ন এবং
- দ্রুত পরিবর্তনশীল এ প্রযুক্তির স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান এবং সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব'কে প্রধান করে ১৯ সদস্যের একটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত নির্বাহী কমিটির ইতোমধ্যে ০৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" নির্বাহী কমিটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে চলছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' নির্বাহী কমিটি নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছে:

- কানেক্টিভিটি ও ব্রডব্যান্ড সেবাঃ ২য় সাব-মেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন, ইন্টারনেট সেবার Cost Model Analysis, ইন্টারনেট বিলের ভ্যাট কমানো, জেলা ও মন্ত্রণালয়ের ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়ন ইত্যাদি;
- কালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প সম্পন্নকরণ, দেশের সকল বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ডিজিটাল/মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন;

- সরকারি ই-মেইল নীতিমালা প্রণয়ন, ই-কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (VAS) নীতিমাল প্রণয়ন, আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ এবং আইসিটি ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ।

১.৭ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়ন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। উক্ত এজেন্ডায় ১৭টি Goal, ১৬৯টি Target এবং ২৩০টি Indicator নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ হতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও এর লক্ষমাত্রা সমূহ সমন্বিত করা হয়। অত:পর তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়।

SDG বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিভাগ থেকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগের SDG Action Plan প্রণয়নের নিমিত্ত এ বিভাগের সংস্থাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) কর্তৃক নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও Action Plan তৈরীর জন্য Lead/Associate Ministry এর কাজ নির্ধারণ, প্রকল্প গ্রহণ, Data Gap Analysis, Indicators নির্ধারণের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৮ আন্তর্জাতিক পুরষ্কার ও সম্মাননা

Sl. No.	Activities/Institution	Title of the Award	Category of Wining Award	Year of Achievement
1	Multimedia Talking Book	Henry Viscardi Achievement Award 2017		December 2017
2	Autism Barrta (Autism News)	Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 2017		December 2017
3	MuktaPaath	WSIS Award 2018		March 2018
4	Online Police Clearance Certificate	WSIS Award 2018		March 2018
5	EkSeba (One Stop Service)	President Award 2018 of Open Group		April 2018
6	a2i Programme	International Invention, Innovation & Technology Exhibition" (ITEX) 2018	3 Prizes in Innovation Categories	May 2018

১.৯ সমঝোতা স্মারক

ক. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক

ক্রম	২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের তারিখ ও দেশের নাম	মন্তব্য/অগ্রগতি
০১	MoU between Information and Communication Technology Division, Ministry of Posts Telecommunications and IT, the People's Republic of Bangladesh. And The Ministry of Telecommunications and Digital Infrastructure, the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation in the field of Information and Communication Technology and Related Industry.	১৪.০৭.২০১৭ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা	**০৮.০৫.২০১৮ তারিখে** Joint Working Group (JWG) গঠিত হয়েছে।
০২	MoU on Cooperation in the Field of Information and Communications Technology between the Government of the People's Republic of Bangladesh. And The Government of the Kingdom of Cambodia.	০৪.১২.২০১৭ বাংলাদেশ-কম্বোডিয়া	**২২.০৪.২০১৮ তারিখে** JWG গঠিত হয়েছে।
০৩	MoU between National University of Singapore acting through its Institute of Systems Science, Singapore e-Government Leadership Centre. And Information and Communication Technology Division, Ministry of Posts Telecommunications and IT, the Peoples Republic of Bangladesh.	১৩.০৩.২০১৮ বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর	National University of Singapore এর Management Committee এর ১ম সভা ২৯ জুলাই - ০১ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ. পূর্ব-স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অগ্রগতি

ক্রম	পূর্ব-স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের তারিখ ও দেশের নাম	অগ্রগতি
০১	MoU between Information and Communication Technology Division of the People's Republic of Bangladesh. And The Ministry of Electronics and Information technology of the Government of the Republic of India on Cooperation in the field of Information Technology and Electronics.	০৮.০৪.২০১৭ বাংলাদেশ-ভারত	২৯-৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে Joint Working Group (JWG) এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০২	MoU between the Bangladesh Government Computer Incident Response Team (BGD e-Gov CIRT), Bangladesh Computer Council of Information and Communication Technology Division, Ministry of Posts, Telecommunications and IT, the People's Republic of Bangladesh. And The Indian Compuetr Emergency Response Team (CERT-In), Ministry of Electronics and Information Technology, the Republic of India on Cooperation in the area of Cyber Security.	০৮.০৪.২০১৭ বাংলাদেশ-ভারত	
০৩	MoU between Ministry of Industry & Information Technology, the People's Republic of China. And Information and Communication Technology (ICT) Division, Ministry of Posts, Telecommunications and IT, the People's republic of Bangladesh on Cooperation in Information and Communication Technology.	১৪.১০.২০১৬ চীন-বাংলাদেশ	০৬.০৬.২০১৮ তারিখে JWG গঠিত হয়েছে।
০৪	MoU on Strenghthening the Development of Information Silk Road for Information Connectivity between National Development and Reform Commission (NDRC) of the People's Republic of China. And Information and Communication Technology (ICT) Division, Ministry of Posts, Telecommunications and IT, the People's Republic of Bangladesh	১৪.১০.২০১৬ চীন-বাংলাদেশ	

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

www.bcc.gov.bd

২.১ পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ ২০২১ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তথা দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজের আইসিটি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিটি'র অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, তথ্য আহরণে দেশের তথ্য ক্ষেত্রে অবাধে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী ই-সরকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় সকলের সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে । প্রথমে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত ধাপে বিসিসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়:

জাতীয় কম্পিউটার কমিটি: ১৯৮৩
জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড: ১৯৮৮
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অধ্যাদেশ: ১৯৮৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন: ১৯৯০

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল' নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

২.১.১ রূপকল্প (Vision)

রূপকল্প (Vision): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

২.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বচ্ছতা. নিরপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২.১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন;
- দক্ষ মানব সম্পদ রপ্তানী এবং তথ্য প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল তথ্য প্রযুক্তি বাজারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা;
- তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- জাতীয় কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা করা;
- সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও উৎসাহ দেয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মানদন্ড নির্ধারণ করা;
- তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

২.১.৪ কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফকেশনস নির্ধারণ করা;
- সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- জাতীয় ডেটাসেন্টার, পাবলিক সি এ, নেটওয়ার্ক অপারেশান সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশান সেন্টার পরিচালনা এবং ডেটাসেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইনট্রুশান চিহ্নিত করতে National Computer Incident Response Team (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি, আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিতযোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;
- কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;
- সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশান এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- উর্পযুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.১.৫ বিসিসি'র প্রশাসনিক কাঠামো

পরিচালনা পরিষদ

(ক) চেয়ারম্যান
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ) সদস্য-সচিব
(ঘ) ন্যূনতম আট এবং অনধিক দশ জন অন্যান্য সদস্য।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান। বিসিসি'র নিবার্হী পরিচালক পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য-সচিব এবং সরকার কর্তৃক মনোনিত ১০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে বিসিসি'র কাউন্সিল পরিচালনা হচ্ছে।

২.১.৬ জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

বিসিসি'র বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০১টি এবং নতুন সৃজনকৃত পদের সংখ্যাটি সহ মোট পদ সংখ্যা ২৬৫টি । বর্তমানে বিসিসি'তে কর্মরত পদের সংখ্যা ৮৪টি । প্রস্তাবিত নতুন জনবল কাঠামোতে রাজস্বখাতে অস্থায়ী ভাবে ১৬৪টি পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যার নিয়োগ বিধি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
৪৮	০১	২৯	২৩	৪০	০০	২৫	১৯	৮	১	৪	৪	১০১	৮৪	১৭

২.১.৭ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১০৭.১৪২	৪৮.৪৭৬৬	৪৫.২৫%
উন্নয়ন	২৮৮০.৩৪	২৬৫৬.২২৮৯	৯২.২২%

২.১.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮

১৯.০৬.২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২৮টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২২ টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে "ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়" প্রকল্পের আওতায় পুলিশ অফিসের তালিকা চুড়ান্ত করতে না পারায় পুলিশ বিভাগের ১০০০টি অফিসের মধ্যে Virtual Private Network (VPN)/ Multiprotocol Label Switching (MPLS) মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ বিধি অনুমোদন না হওয়ায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)পুনর্গঠনে সম্মতিপ্রাপ্ত ১৬৪টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যবহারযোগ্য বাংলাভাষায় টুলস উন্নয়নের জন্য প্রণয়নকৃত আরএফপি মূল্যায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে মাননীয় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের TOR এ কিছু সংশোধনী আনার নির্দেশ প্রদান করায় কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	গৃহীত কার্যক্রম
১	ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	১৬
২	তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫
৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	৪
৪	তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ	১
৫	তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা	২

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ (২০১৭-১৮)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	LICT প্রকল্পের আওতায় National Enterprise Architecture (NEA) এর সেবা সম্প্রসারণ	৪টি সেবা	কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ, BOESL এর জন্য Android Apps তৈরী, Project Tracking System ও চালকল মালিকদের কাছ থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল সংগ্রহ করা সার্ভিস প্রস্তুত করা হয়েছে
২	e-Gov CIRT এর মাধ্যমে National Data Centre (NDC) এর Cyber সুরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	১০০	NDC এ হোস্টিংকৃত ১০১ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের Vulnerability Assessment রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	ন্যাশনাল ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার প্রকল্পের আওতায় Internet Data Center(IDC) ও Information Technology Bill of Quantity (IT ও BOQ) কাজ সম্পন্ন করা	IT ও BOQ কাজ সম্পন্ন করা।	IT ও BOQ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪	NDC-তে IT Enable সেবা হোস্টিং-এর ব্যবস্থাকরণ	১০০	৮২
৫	নূতন ই-মেইল ID তৈরীকরণ	৪০০০	৫৫০০
৬	ডাটা সেন্টারের ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে সেবা প্রদান	e-mail, hosting, database ও VPS service ৪টি প্রদান করা	১৭১টি প্রতিষ্ঠানে ৩৪৩টি VPS এর মাধ্যমে ৪টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৭	'ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়নে পযায়ে কানেক্টিভিটি প্রদান	১৬০০ ইউনিয়ন	১৬০০ ইউনিয়ন
৮	'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' প্রকল্পের আওতায় ইআরপি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	২টি মডিউলের বিটা ভার্সন Development & Deployment.	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে
৯	'Establishment of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় e-Government Master Plan প্রণয়ন	e-Government Master Plan এর খসড়া প্রণয়ন করা	e-Government Master Plan এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
১০	'e-Government Master Plan for Digital Bangladesh' প্রকল্পের আওতায় কোরিয়ায় সরকারি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২০ জন	২০ জন
১১	'সফ্টওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং টুলস ক্রয় ও সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণের জন্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ এবং পাইলট সফটওয়্যারের টেস্টিংকরণ	১৫ জনের প্রশিক্ষণ ও ৫টি সফটওয়্যার টেস্টিং	১৮ জনের প্রশিক্ষণ ও ৭টি সফটওয়্যার টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে
১২	এলআইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী ছাত্র/ছাত্রী, ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও আইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের	১২৪৫০ জন	২১৫১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
	মধ্যমস্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের স্কীল প্রশিক্ষণ প্রদান		
১৩	বিকেআইআইসিটিতে ও বিসিসির রিজিওনাল অফিসে আইসিটি প্রশিক্ষণ	৪০০০ জন	৩০৫২ জন
১৪	Women and ICT Frontier Initiative (WIFI) প্রোগ্রামের আওতায় নারী উদ্যোক্তাকে আইসিটি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ।	১০০০ জন	৪৬২ জন
১৫	iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন STARTUP /IDEA /PROJECT কে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	১০০টি STARTUP /IDEA /PROJECT কে অর্থায়ন করা।	৬৪টি নতুন STARTUP /IDEA /PROJECT কে অর্থায়ন করা হয়েছে।
১৬	তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণের জন্য ITEE পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৬০০	৭৯৫
১৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় পরামর্শ সেবা প্রদান;	৮৫	৯০

২.১.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধচার কৌশল কর্মপরিক্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিসিসি ও আওতাধীন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.২ প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য

বিসিসিতে বর্তমানে নিম্নলিখিত ১১(এগার) টি প্রকল্প চলমান রয়েছেঃ

- ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) শীর্ষক প্রকল্প;
- লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance) শীর্ষক প্রকল্প;
- ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প;
- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি শীর্ষক প্রকল্প;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) শীর্ষক প্রকল্প;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" শীর্ষক প্রকল্প;
- "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্প;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প;

২.২.১ গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.২.১.১ 'ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center)' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪০০১৯.৭০ লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক সাহায্য (চায়না এক্সিম ব্যাংক)	১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১১৯৯৩৬ লক্ষ টাকা)
মোট	২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৫৯৯৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা)

i. বিবরণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি খাতে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বড় পরিসরে ডেটা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পাশাপাশি ডেটা সমূহের নিরাপত্তা একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ যা ভবিষ্যতে আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। তাই তথ্যের সুরক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে একটি "ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন" করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা হবে যার ডাউন টাইম হবে শূন্যের কোটায়। ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি। ডিজিটাল কন্টেন্ট সমূহের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা প্রদানের কাঠামো তৈরিকরণ। বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান -এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ।

ii. কার্যক্রম

- ডাটা সেন্টারের মূল অবকাঠামো নির্মাণ;
- যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন;
- ডাটা সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- সকল কম্পনেন্ট ইন্সটলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন তথা বিল্ডিং ডিজাইন এবং নির্মাণ, যন্ত্রপাতি আমদানি এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । যন্ত্রপাতি ইনসটলেশন এর কাজ চলমান রয়েছে;

- অবকাঠামো উন্নয়নঃ ডেটা সেন্টারের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দ্বিতল ভবন তৈরি হচ্ছে। ভবন নির্মাণের যাবতীয় ডিজাইন বুয়েট কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। মূল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে । ইনটেরিওর ও এক্সটেরিওর এর কাজ চলমান রয়েছে;
- যন্ত্রপাতি আমদানিঃ ডিজাইন অনুযায়ী ডেটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিক্যাল ও আইটি ইকুইপমেন্টের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০% যন্ত্রপাতি দেশে আনা হয়েছে যার ইমপ্লিমেনটেশন ও ইনস্টলেশন এর কাজ চলমান রয়েছে;
- প্রশিক্ষণঃ কর্মকর্তাদের জন্য দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশীয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ইন্সটলেশন ও বাস্তবায়নের সময় হাতে-নাতে দেয়া হচ্ছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আপটাইম ইন্সটিটিউট থেকে টিয়ার ফোর গোল্ড ফল্ট টলারেন্ট সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল সমাপ্তি হবে। আপটাইম ইন্সটিটিউট তিনটি ধাপে যথা- Design Documents, Constructed Facility এবং Operational Sustainability এর উপর IV Tier সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

২.২.১.২ ‘লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance)’ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	১৫,৬০.০০ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ঋণ)	৭৩৮,৬১.০০ (লক্ষ টাকা)
মোট	৭৫৪,২১.০০ (লক্ষ টাকা)

i. বিবরণ

তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ খাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী বহুমুখীকরণ, সরকারের সেবার মান উন্নয়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তথ্য প্রযুক্তি খাতে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা আরও এক লক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর দ্বার উন্মোচন করবে। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের মধ্যে নয় হাজার (৯,০০০) অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগই হবে মহিলা। তাছাড়া প্রকল্পের e-Government অংশের আওতায় সরকারি কার্যপদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সন্নিবেশ করার লক্ষে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান এবং নীতিমালা তৈরী করা হবে।

.iiকার্যক্রম

- তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন যেমন- ছাত্র/ছাত্রীদের টপ-আপ, ফাউন্ডেশন স্কিলস, এফটিএফএল প্রশিক্ষণ ও মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ এবং আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আউটরিচ কর্মসূচি;
- ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গ্রহীত কার্যক্রম;
- আইটি খাতের জন্য Industry Strategy Roadmap প্রণয়ন;
- IT/ITES Industry Promotion, তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পে তরুণ-তরুণীদেরকে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম;
- তরুণ-তরুণীদের জন্য মার্কেটিং ও আউটরিচ কর্মসূচী, চাকরি মেলার আয়োজন ও ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন;
- সরকারি তথ্য সম্ভার সংরক্ষণের জন্য ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণ;

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) প্রণয়ন;
- সরকারের নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে BGD e-GOV CIRT প্রতিষ্ঠাকরণ ও পরিচালনা;
- Certifying Authority(CA) প্রতিষ্ঠাকরণ, CIRT পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠাকরণ ও ক্রিটিক্যাল অবকাঠামোগুলোতে সাইবার সেন্সর স্থাপন;
- সরকারী কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক. ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন

ক.১ ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ

জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সরকারি ভাবে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ডেটা সেন্টারের আরও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের (১০,০০০ বর্গফুট আয়তন, ১৫০টি র‍্যাক স্থাপন, ৩ মেঘা ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি সংযুক্ত করণ) লক্ষে ডেকোরেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জেনারেটর স্থাপন কাজ চলছে। দুটি AMC (Servers, Storage, Software, E-mail Gateway & Infrastructures) শীর্ষক সেবার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন ডেটা সেন্টার সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ক.২ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)

ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ সহ অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সুযোগ করা হয়েছে। 'TotthoApa' প্রকল্পের প্রায় ১৫০০ লোক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাঠানোসহ নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। BOESL (Bangladesh Overseas Employment Services Ltd) এর জন্য Android অ্যাপ প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাপটি ১২টি দেশ থেকে ৪৫০০+ বার ডাউনলোড করা হয়েছে। BCC CA এর পোর্টাল প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং কৃষকের সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পাইলট হিসেবে কার্যক্রমটি শুরুর লক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ও সরাসরি কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ই-পেনশন সার্ভিস সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য সার্ভিস বই ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। ডিজিটাল সার্ভিস বই একটি স্বতন্ত্র সেবা হিসেবে প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। NEA খসড়া আইন ও পলিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনটি মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ডিসেম্বর ১৮, ২০১৭ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনটি পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার জন্য Project Tracking System সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। BOESL এর জন্য HR application প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। মিলারদের (চালকল মালিক) কাছ থেকে চাল সংগ্রহের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। GeoDASH প্লাটফর্মটি NDA সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

ক.৩ ডেভেলপমেন্ট অব ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসিস, স্টান্ডার্ডস এবং ন্যাশনাল কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টীম (BGD e-GOV CIRT)

সরকারি ওয়েবসাইট সমূহ ও জাতীয় ডেটা সেন্টারের সাইবার নিরাপত্তা প্রদান এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)- কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমের cyber drill- এ সাফল্য অর্জন। CIRT কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৬৪৮ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ইন্সিডেন্ট রেজিষ্টার, ৫২৫ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ, ৮০টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশন সমূহের VA & PT টেস্ট করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৬৪ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশন সমূহের VA & PT টেস্ট করে প্রাপ্ত ফলাফল ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। CIRT পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর ব্যবহারিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Cyber Sensors এর ডিজাইন ডকুমেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। CSMM and CSNM integrity টেস্ট করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বাংলাদেশ এ প্রেরণ করা হয়েছে। সাইবার জিম স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক পরিপক্কতা অনুষ্ঠান

খ. তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার

আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আউটরিচ কর্মসূচি (দেশী ও বিদেশী কোম্পানিসমূহের মধ্যে (B2B Matchmaking Program) : প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও Sector Invest Attraction Strategy প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রথম সারির আইটি কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসগুলোর সাথে ৮৩টি সভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্ক, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ৩৫ টি উচ্চপর্যায়ের মিটিং হয়েছে। একটি এনালিস্ট রিপোর্ট (শ্বেতপত্র) তৈরি ও প্রকাশ করা হয়েছে। Matchmaking অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার Lead Tracking Tool প্রস্তত করা হয়েছে। দেশীয় কোম্পানিগুলোর ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি দেশীয় কোম্পানিকে নিয়ে কলকাতায় ভারতীয় কোম্পানির সাথে সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে আইটি খাতে বিনিয়োগ আহ্বান করে কলকাতায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ২৫টির অধিক ভারতীয় কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম সারির ১০টি কোম্পানিকে নিয়ে বিসিসি একটি সভার আয়োজন করেছে যাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সভায় উক্ত বিষয়ে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

২.২.১.৩ ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)’ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯ (লক্ষ টাকায়)
জিওবি	৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়)
মোট	২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ

রূপকল্প ২০২১

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে জনগনের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের প্রান্তিক গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের লক্ষ নিয়ে এ প্রকল্পে ২৬০০ ইউনিয়নকে কানেক্টিভিটি প্রদান করা হবে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ই-সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

ii. কার্যক্রম

- ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য নেটওয়ার্ক সরঞ্জামাদি (যেমন: Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), Router, Switch, Rack, Duct, Optical Distribution Frame (ODF), Optical Fiber Cable (OFC) and Power System etc) স্থাপন;
- ১৯,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র দেশের ২,৬০০ ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির আওতায় আনায়ন;
- DWDM ও Router প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক/ট্রান্সমিশন শক্তিশালী করন;
- ৪৮৮টি উপজেলা এবং ২,৬০০ ইউনিয়নে পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (পিওপি) স্থাপন;
- পুলিশ বিভাগের ১০০০টি অফিসের মধ্যে VPN/ MPLS মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	বিবরণ	প্রকল্পের মোট সম্পাদিতব্য কাজের পরিমান	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের পরিমান	শতকরা হার
১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত জেলাসমূহ		৬ জেলা (গোপালগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ জেলার ১৬০টি ইউনিয়ন)	
২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।		১০ জেলা (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পটুয়াখালী জেলার ২৭৫টি ইউনিয়ন)	
৩	প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি আমদানী		চীন থেকে সকল যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
৪	অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন	১৯৫০০ কি.মি.	১৩৫০০ কি.মি.	৬৮.৮৭%
৫	ইউনিয়নে Point of Presence (PoP) স্থাপন	২৬০০ ইউনিয়ন	২১৩৩ ইউনিয়ন	৮২.০৩%
৬	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইকুইপমেন্ট ইন্সটলেশন	২৬০০ ইউনিয়ন	১৬৩৮ ইউনিয়ন	৬৩%
৭	নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম ইন্সটলেশন	২৬০০ ইউনিয়ন	৫৯০ ইউনিয়ন	১৯.২৩%
৮	৬৩ টি জেলায় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।			
৯	আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।			

২.২.১.৪ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh)’ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৩৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প সাহায্য	২৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়)
মোট	২৮৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ ও কার্যক্রম

- ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন:২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ৫২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর/সংস্থা-কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন;
- প্রকল্পের আওতায় PIU (Porject Implementation Unit) এর জন্য জনবল নিয়োগ, মাইক্রোবাস এবং
- ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;

ii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) KOICA এর পরামর্শক দল কর্তৃক বিসিসি’র সহযোগিতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ৪৭ টি উদ্যোগ চিহ্নিতকরা হয়েছে।

(খ) বিসিসি’র সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে সরাসরি আলোচনা এবং একাধিক সেমিনার/ কর্মশালার মাধ্যমে চিহ্নিত উদ্যোগ গুলোর মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত ৫টি অগ্রগণ্য উদ্যোগ (High Priority Initiatives) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট স্থানীয় সরকার বিভাগ;
- ইনভেস্টমেন্ট সিংগেল উইন্ডোঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- কাস্টমস সিংগেল উইন্ডোঃ ই-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- ই-ইমিগ্রেশন ইনফরমেশন সিস্টেমঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট;
- ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস ডেটা ওয়্যারহাউজ ও বিগ ডেটা এ্যানালাইসিসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো।

অগ্রগণ্য উদ্যোগ সমূহের মধ্যে থেকে “ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট” কে পাইলট প্রকল্প বিবেচনা করে বাস্তবায়নের জন্য KOICA কর্তৃক ইতোমধ্যে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আয়তায় নিম্নবর্ণিত অনলাইন সেবাসমূহ বাস্তবায়ন করা হবেঃ

- অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স ও ওয়াটার বিলিং সার্ভিসেস;

- অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট সার্ভিসেস;
- অটোমেটেড প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস;
- ই ট্রেড লাইন্সেস সার্ভিসেস।

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে এযাবৎ ৪২টি প্রতিষ্ঠানের ১১৬ জন কর্মকর্তাকে বিশেষায়িত ক্ষেত্রভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ম্যানেজারিয়াল লেভেলে ১৫ জন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে ১৫ জনসহ মোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এই অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত একটি সেমিনার ও একটি কর্মশালা এর আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল।

(ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য আইসিটি বিভাগ কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির সদস্যদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১০ টি পৌরসভায় "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।

২.২.১.৫ 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৩৪৭.২২ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ

সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন তৈরী; এবং ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষে "বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য।

ii. কার্যক্রম

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর সমূহে প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ (Requirement Analysis);
- ইআরপি সফট্ওয়্যার ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন যাচাইকরত: তা নিশ্চিত করা;
- সফট্ওয়্যার তৈরি করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদান ও নলেজ টান্সফার;
- ইআরপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

'বাংলাদশে ই-গভর্নমন্টে ইআরপি' প্রকল্পরে জন্য ০৯টি মডডিল যথা -Human Resource Management, Budgeting, Accounts, Audit, Procurement, Inventory, Asset Management, Project Monitoring and Management ও Event and Meeting Management নির্ধারণ করা হয়ঃ

- উপরোক্ত ৯টি মডিউলের বিভিন্ন সাব-মডিউলের Design, Development and Deployment এর জন্য Functional Specifications এবং Technical Guidelines প্রস্তুত করা হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন অফিসসমূহের জন্য ফোকাল পয়েন্ট /স্টেক- হোল্ডার টিম গঠন করা হয়েছে ও প্রকল্পের জন্য ০৫ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে;
- নির্বাচিত ফার্ম ইআরপি সফটওয়্যার তৈরির লক্ষে কাজ শুরু করেছে;
- ৯টি মডিউলের উপর Workflow এবং Detail Features সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২.১.৬ 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA)' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ:- জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
জিওবি	২২৯৭৩.৮৬
বৈদেশিক সাহায্য	০০.০০

i. বিবরণ

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্রান্ডিং এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ii. কার্যক্রম

- গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন (টেস্ট/কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স ল্যাব, মোবাইল ল্যাব, ডাটা ল্যাব, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ল্যাব, ইনোভেশন ল্যাব, অডিও ল্যাব;
- কো-ওয়ার্কিং স্পেস তৈরি;
- পণ্য উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী;
- উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিত করে নীতিমালা অনুযায়ী অর্থায়ন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের ৮ জন পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের Project Implementation Unit এর জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- Selection Committee কর্তৃক ৪৪ টি স্টার্টআপ কে বাছাই করতঃ প্রথম কিস্তিতে ২,৭৭,০০,০০০ (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন বিষয়ক গাইড লাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩.০৮.২০১৭ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন একাডেমীর সার্ভার রুম তৈরি এবং নেটওয়ার্কিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২.১.৭. ‘গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ’ প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	১৫৯০২.০০ (লক্ষ টাকা)

i. বিবরণ

বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার স্থান/ র‍্যাংককে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করার লক্ষে ‘গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

ii. কার্যক্রম

- আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পূর্ণাঙ্গ বাংলা করপাস উন্নয়ন;
- আইসিটি বিভাগ কর্তৃক তৈরিকৃত বাংলা OCR এর আরও উন্নতিসাধন এবং এর সাথে হাতের লেখা শনাক্তকরণ পদ্ধতি একীভূত করা;
- কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে কথায় রূপান্তর সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- জাতীয় কিবোর্ড (বাংলা) এর উন্নয়ন;
- বাংলা ভাষাশৈলীর নীতি প্রমিতকরণ (স্টাইল গাইড উন্নয়ন);
- বাংলা ফন্ট আন্তঃক্রিয়া/ রূপান্তর ইঞ্জিন;
- বাংলা CLDR উন্নয়ন এবং ইউনিকোড কনসোরটিয়ামে জমা দেয়া;
- বাংলা বানান ও ব্যাকরণ পরীক্ষক উন্নয়ন;
- বাংলা যান্ত্রিক অনুবাদক উন্নয়ন;
- স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন / ‘প্রতিবন্ধী’ ব্যক্তির ভাষিক যোগাযোগের জন্য সফটয়্যার উন্নয়ন;
- বাংলা অনুভূতি বিশ্লেষণের সফটয়্যার উন্নয়ন;
- একটি বহুভাষিক কন্টেন্ট রূপান্তর পদ্ধতি ও প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন;
- সবচেয়ে জনপ্রিয়/ব্যবহৃত সাইটগুলি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদ;
- বাংলা ভিন্ন দেশের অন্য প্রচলিত ভাষা/ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষার জন্য প্রমিত কিবোর্ড;
- বাংলা ভাষা সহায়ক IPA ফন্ট ও সফটয়্যার উন্নয়ন।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৬টি কম্পোনেন্টের EoI প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে;
- ১টি কম্পোনেন্টের কার্যাদেশ দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে;
- ০৫টি কম্পোনেন্টের RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ০৩ টি কম্পোনেন্টের RFP প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে;
- BUET কর্তৃক প্রদত্ত ০৭ টি কম্পোনেন্টের ToR বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ মোতাবেক সংশোধন করা হয়েছে যা বিশেষজ্ঞ কমিটির পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত করা হবে;
- প্রকল্পের অফিস সজ্জার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

- কনসালটেন্ট নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২.২.১.৮ 'সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৫২৫.৫৫ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের Software Quality Testing and Certification সেন্টার নেই। দেশে যে সকল সফটওয়্যার উন্নয়ন অথবা ক্রয় করা হয়ে থাকে তার কোন গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুরসরণ করা হয়না। দেশে উন্নয়নকৃত অধিকতর সফটওয়্যার-এ bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality, risk ইত্যাদি থাকার ফলে গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে না। সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত বিসিসিতে Software quality Testing and Certification সেন্টার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ii কার্যক্রম

- সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;
- প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-কে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমশেন ইঞ্জিনিয়ার, পারফেরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন;
- সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রতি

- বিসিসিতে সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- এ প্রকল্পের আওতায় বিসিসি'র (প্রকল্প সহ) ১৮ জন কর্মকর্তাকে Core Foundation Certified Tester(CFCT), Foundation Agile Tester(FAT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১ জন কর্মকর্তাকে Core Advanced Test Analyst(CATA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ১৫ জন কর্মকর্তা ISTQB(International Software Testing Qualifications Board) এ CFCT সার্টিফিকেট অর্জন করেছে;
- বিসিসি'র Recruitment Examination Management System Software এর Functional (Manual) Testing, Automation Testing and Security Testing সম্পন্ন করা হয়েছে;
- e-Pension System Software এর Functional (Manual) Testing, Automation Testing, Performance Testing and Security Testing কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

- Microcredit Regularity Authority (MRA) এর Microfinance Information System সফটওয়্যারের Testing কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২.১.৯ 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৮

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৪৪৬.০০ (লক্ষ টাকা)
প্রকল্প সাহায্য	১৬১১.৭০ (লক্ষ টাকা) [Korea Telecom-KT]
মোট	২০৫৭.৭০ (লক্ষ টাকা)

i. বিবরণ ও কার্যক্রম

- উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্যপ্রযুক্তির সমাধানের সাহায্যে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;
- সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ICT ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

ii. বাস্তবায়ন অগ্রতি

- মহেশখালী আইল্যান্ডের বর্তমান মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারে নতুন যন্ত্রপাতি ইনস্টল করে অত্যাধুনিক টেলিকম প্রযুক্তি GiGA wire, Giga Microwave ও Fiber Optics ব্যবহার করে ব্রডব্যান্ড কমিউনিকেশন চালু করা হয়েছে। এ দ্বীপের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে হাই স্পিড ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। একটি ৫০মিটার উচ্চতার Self-Supported নতুন টাওয়ার নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান;
- সংস্কার করে একটি আইটি স্পেস হিসেবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লাব প্রস্তুত করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরে ব্যবহৃত জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী আইল্যান্ডের যুবকদের আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লাব এর কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার এবং ছোট আকারের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি স্পেস ব্যবহার হচ্ছে;
- ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় Multimedia Projector ও Desktop Computer প্রদান করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কারিকুলাম অনুসরণে দূর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সক্ষমতা উন্নয়ন করা হয়েছে;
- দূর থেকে মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য মহেশখালী আইল্যান্ডের কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে Mobile Ultrasound, Urine Analyzer, Mobile Ultra-sonograph, Blood Tester যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে যোগাযোগের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে টেলিমেডিসিন যন্ত্রপাতি সেটআপ করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- আইল্যান্ডের বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা সমাধানে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইটি স্পেস, হেলথ কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লাব ও সোসাল ওয়েলফেয়ার কার্যালয়ে বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে;
- কৃষকের উৎপাদিত পণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ও অন্যান্য পণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- মহেশখালী কমিউনিটিতে তথ্যে প্রবেশাধিকারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকার সুফল এর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কমিউনিটিতে যুবক, কৃষক এবং কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে মোট ২৪ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

২.২.১.১০ 'তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৪৮৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ

দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধীকারের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ii. কার্যক্রম

- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কণ্ঠ এবং ইশারা ভাষার (Sign Language) নির্দেশনা সহ আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য বিশেষায়িত অডিও এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরী করা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত এবং অভিগম্য একটি জাতীয় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরী করা, যেখানে আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য কণ্ঠ এবং ইশারা ভাষা সহ অডিও-ভিডিও টিউটোরিয়াল সহ চাকুরীদাতা ও গ্রহীতাদের জন্য একটি জব পোর্টাল অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্লাটফর্মটির কিছু লিংক ব্যবহার করার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী করা;
- বিসিসির ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য ৭টি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মধ্যে ১৪০জন মাষ্টার ট্রেইনার ও ২৮০জন এনডিডি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে;
- দেশের ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর অধীনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ২১০জন হেলথ এ্যালাইড প্রফেশনাল, ৩৫০জন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট ও ৭০০জন শিক্ষককে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেয়া;
- প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইটি এবং অন্যান্য সেক্টরে চাকুরী দেয়া এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আউটসোর্সিং কাজে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয়া;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সারাদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

iii. বাস্তবায়ন অগ্রতি

- প্রকল্পের প্রথম শ্রেণীর ১জন কর্মকর্তা এবং ২জন কর্মচারী ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন;
- প্রকল্প দপ্তর এবং ৭টি রিসোর্স সেন্টারের জন্য ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষংঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষায়িত সফটওয়্যার উন্নয়নের লক্ষে আহবানকৃত EOI মূল্যায়নের ভিত্তিতে RFP প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বিসিসি'র ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে জুন-২০১৮ এর মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইন আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.২.১.১১ ‘ডিজিটাল সিলেট সিটি’ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদঃ নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০১৯
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৩০২০.০০ (লক্ষ টাকায়)

i. বিবরণ ও কার্যক্রম

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া;
- ২০টি সরকারি স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০টি ই-সেবা চালুকরণ।

ii. বাস্তবায়ন অগ্রতি

- প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ মোতাবেক একটি ফটোকপিয়ার, দুটি প্রিন্টার, একটি আলমিরা ও স্টেশনারী ক্রয় করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অফিস সহায়ক নিয়োগ ও গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে।

২.৩ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

২.৩.১ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিসিসি’র বিকে আইআইসিটি ইনস্টিটিউট ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্সে ৩২৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে ৬৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮৩ জনের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিসি’তে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয়।

২.৩ বিসিসি ও সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি মেলা ২০১৮

এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১০,৫৮৫জনের Top-Up-IT Training সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ৩,৮৩১জন চাকুরি পেয়েছেন, ২০,৩৬৯জনের Foudation Training সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ২,৪০৫জন চাকুরি পেয়েছেন এবং ৯৭৬জনের Fast Track Future Leader প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৮৮৬জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। মোট ৩১,৯৩০জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭,১২২জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫৮জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩.৪ Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC)

বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরিচালনা করা হয়। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৪২৫ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, ৭৯৫ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৯৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

২.৩.৫ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

বিসিসিতে আইসিটি বিভাগ, বিসিসি, আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও সিসিএ হতে মোট ৪৩জন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বিসিসি'র ২২জন কর্মকর্তাকে নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বিসিসি'র ২০জন কর্মকর্তাকে Fundamental Training on public Procurement Rules এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২.৪ পরামর্শ সেবা

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়ন বিষয়ে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ৯০টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

২.৫ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সরকারি ভাবে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮১টি ডোমেইন এ সর্বমোট ৫৬২৭৯টি ওয়েব মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২৫,০০০ এরও বেশী সরকারি ওয়েব সাইট ও ২৬০টি Application হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও ডেটা সেন্টার হতে Virtual Private Server ৩৯৬টি, File Server ৫টি, Managed Service ১০৭টি, Collocation Service ১৬টি এবং নেটওয়ার্ক সার্ভিস ১৮,০৫৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'র ডেটা সেন্টার হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৬৯টি ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স ইত্যাদি সিস্টেম, National Portal Framework (NPF), জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্য, অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম প্রভৃতি হোস্টিং করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডেটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে। ন্যাশনাল ই-সার্ভিস হোস্টিং সার্ভিস সহ নানাবিধ সেবা ডেটা সেন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে।

- নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮১৩০টি দপ্তরের মধ্যে ১৬৩৮৮টি সরকারি অফিস এবং ৮৮৮টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বিসিসি'র Network Operation Centre মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

২.৬ পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প

- দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প;
- প্রযুক্তি ল্যাব ও সফটওয়ার ফিনিশং স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রার আধুনিকীকরণ প্রকল্প;
- ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্ণমেন্ট প্রকল্প;
- জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প;
- জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপন প্রকল্প;
- আইসিটি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ইউটিলাইজিং আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন প্রকল্প।

২.৭ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সদর দপ্তরসহ ৬টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্রের দৈনন্দিন দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

২.৮ পুরস্কার/সম্মননা

- কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদশে কম্পউিটার কাউন্সিল জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ পুরস্কার লাভ করে। রূপকল্প-২০২১ এর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ই-গর্ভণেন্স বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখার কারণে বিসিসিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এটি একটি অসামাণ্য অর্জন। এছাড়াও Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বিসিসি কে 'ICT Education Award' ২০১৭ এবং ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ পুরস্কার গ্রহণ করেন বিসিসি'র সাবেক নির্বাহী পরচিালক জনাব স্বপন কুমার সরকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বিসিসি কে 'ICT Education Award' ২০১৭ এবং ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি।

- এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে বিসিসি। ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী বিসিসির প্রতিনিধির কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর করেছেন। সরকারের এলআইসিটি প্রকল্প ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের সহযোগিতায় এ প্ল্যাটফর্মটি উদ্ভাবন করা হয়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) শীর্ষক প্লাটফর্ম উদ্ভাবনের জন্য ওপেন গ্রুপ এর ব্যাঙ্গালোরের লিলা প্যালেসে ভারতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিমের হাতে উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ ক্যাটাগরিতে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' পুরস্কার তুলে দেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
www.bhtpa.gov.bd

৩.১ পরিচিতি

আইটি/আইটিইএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারের ১০ম তলায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক(এসটিপি)/ আইটি ভিলেজ স্থাপনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩.২ রূপকল্প (Vision): বাংলাদেশে আইটি / হাই-টেক শিল্পের বিকাশ।

৩.৩ অভিলক্ষ্য (Mission): সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব ও আইটি খাতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানের স্থাপনা/ সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি।

৩.৪ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্ক স্থাপন।
- পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- হাই-টেক পার্কে বিশ্ব মানের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ।
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নরস এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা পালন।

৩.৫ প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা), পরিচালক (২ জন), উপ-পরিচালক (৪ জন) সহ মোট অনুমোদিত জনবল ৭৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৬৯ জন, যাদের মধ্যে ১-১০ গ্রেডভুক্ত ২০ জন ও ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ৪৯ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৮ টি, যার মধ্যে ১-১০ গ্রেডের ০৪ জন ও ১১-২০ গ্রেডের ০৪ জন।

৩.৬ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১৭-১৮ অর্থবছর) সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়	অব্যয়িত
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	১৫,৮৬,০০,০০০/-	১১,৭৪,৩২,৬৮০/-	৪,১১,৬৭,৩২০/-

৩.৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০১৭-১৮) অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ৩ নং ব্লকে ১,৫০,০০০ বর্গফুট এবং ৫ নং ব্লকে ৬০,০০০ বর্গফুট ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে ২ লক্ষ ৩২ হাজার বর্গফুটের মাল্টিটেন্যান্ট ভবন (এমটিবি) ও ৯৮ হাজার বর্গফুটের ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮টি আইটি কোম্পানী তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ১৬২ একর জমিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে হাই-টেক পার্ক (সিলেট

ইলেক্ট্রনিক্স সিটি) স্থাপনের লক্ষ্যে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১২ টি জেলায় (ময়মনসিংহ, জামালপুর, রংপুর, নাটোর, খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, ঢাকার কেরানীগঞ্জ) আইটি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আইটি/আইটিইএস খাতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ৮ টি স্থানে (নেত্রকোনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, নাটোরের সিংড়া, নাটোর সদর, মাগুরা) 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে নাটোর সদরে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি আইটি ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ১০ তলা বিশিষ্ট একটি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার এবং উদ্যোক্তাদের থাকার জন্য নির্মিত হচ্ছে ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ডরমিটরি ভবন। দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে আইটি ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহীতে ৩১ একর জমিতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি)" প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ১২ তলা বিশিষ্ট 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', কারওয়ান বাজার এ ১৮ টি আইটি কোম্পানী ও ৩০ টি স্টার্ট আপ কোম্পানী তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২ টি আইটি কোম্পানীকে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৩ টি বেসরকারী আইটি কোম্পানীকে প্রাইভেট সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি) ঘোষণা করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪০০ জন (এ পর্যন্ত মোট ৬০৭৩ জন) তরুণ-তরুণীকে আইটি/ আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রণোদনা হিসেবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য মতামত কার্ড প্রণয়ন ও চালুকরা হয়েছে। আইটি/ আইটিইএস শিল্পের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আইটি মেলায় এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইসিটি এক্সপো আয়োজন করে।

আইসিটি এক্সপো-২০১৭

৩.৯ আইটি/ আইটিইএস শিল্পের প্রসার ও এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ/তথ্য

৩.৯.১ শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হিসেবে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর' উদ্বোধন করেন। ১২.১৩ একর জমির উপর ২৫৩.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পার্কটিতে একটি মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং (২,৩২,০০০ বর্গফুট, ১৫তলা), একটি ডরমিটরি বিল্ডিং (৯৮,০০০ বর্গফুট, ১২তলা), একটি ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার (২৫,৫০০ বর্গফুট, ৩ তলা) এবং অন্যান্য সহায়ক ইউটিলিটি সার্ভিসসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পার্কটিতে ৪৮টি কোম্পানি কাজ করছে। এখানে প্রায় ৫০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে আরো বিপুল পরিমান সহায়ক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর' উদ্বোধন করেন

৩.৯.২ জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ৭২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ভবনটিতে স্পেস প্রাপ্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একটি ফ্লোরে বিনা ভাড়ায় ১০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানীকে স্পেস এবং ৪০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানীকে কো-স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পার্কটিতে প্রায় ৭০০ জনবল কাজ করছে। এছাড়াও, বেশকিছু প্রতিষ্ঠান (যেমন : Ezze Technology Limited; Leasure Line Logestic Concern Ltd; eSoftAreana) সফটওয়ার রপ্তানীর মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

Start-up কোম্পানিসমূহের মধ্যে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা কর্তৃক বরাদ্দপত্র হস্তান্তর

৩.৯.৩ শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বেকার যুবকদের আইটি/ আইটিইএস বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নাটোরে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রতিবছর স্বল্প/মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে ইতোমধ্যে ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫০ টি Start-up, ২৯ টি Plug & Play প্রতিষ্ঠানকে ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন ভবন

৩.৯.৪ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর স্থাপিত "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি" বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ফ্লাগশিপ প্রকল্প। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এ পার্কের প্রয়োজনীয় সকল অফসাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে (PPP) ২টি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৪০ একর জমি প্রদান করা হয়েছে। ডেভেলপার কোম্পানী সামিট টেকনোপলিস বিডি লি. একটি ৬০,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করেছে যাতে একটি শ্রীলংকান প্রতিষ্ঠান ল্যাপটপ আসেম্বলিং শুরুর প্রস্তুতি শেষ করেছে। সামিট টেকনোপলিশ লি. ১,৬৫,০০০ বর্গফুটবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছে। অন্য ডেভেলপার কোম্পানী টেকনোসিটি বিডি লি.এর ১,৮৬,০০০বর্গফুট বিশিষ্ট একটি মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। পার্কটিতে একটি সার্ভিস বিল্ডিং (২৭,২৬০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে দুটি আইটি প্রতিষ্ঠান Internet of Things (IOT) প্রোডাক্ট তৈরীর কাজ শুরু করেছে এবং একটি প্রতিষ্ঠান Product বাজারজাত করছে। এছাড়াও, এ পার্কে ইতোমধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ভাইব্রেন্ট লি. মোবাইল তৈরীর কারখানা ও ডাটা সেন্টার তৈরীর জন্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এ পার্কে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

সার্ভিস বিল্ডিং

ফ্যাক্টরি বিল্ডিং

৩.৯.৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ প্রায় ৩১ একর জায়গার উপর নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে ৬২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অন্যদিকে ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ১০ তলা সিলিকন টাওয়ার, সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ জুন/২০২০ এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। উল্লেখ্য, পার্কটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৪,০০০ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী এর ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এর ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন

৩.৯.৬ হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জমির উপর গড়ে উঠছে 'হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)'। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি বিজনেস ইনফরমেশন সেন্টার (৪০০০বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে এবং একটি ৩ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন (৩১০৭৭ বর্গফুট), ব্রিজ ও অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এ পার্কে প্রায় ৫০,০০০ দক্ষ জনশক্তির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানসহ বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৩.৯.৭ শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষে দেশের সাতটি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, নাটোরের সিংড়া, কুমিল্লা সদর, নেত্রকোনা সদর, বরিশাল সদর ও মাগুরা সদরে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্থানে ৩৬,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৬তলা ভবনসহ সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫,০০০ জনকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও নাটোরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য পুরাতন কারগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দন আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। এ সেন্টারে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের আউটসোর্সিং এর সুযোগ রাখা হয়েছে। বর্তমানে ছয় তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন ভবনের দুই তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৭টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (মডেল)

৩.৯.৮ জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ১২ টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জেলাসমূহ হচ্ছে রংপুর, নাটোর (সিংড়া), খুলনা (কুয়েট), বরিশাল (সদর), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর (সদর), কুমিল্লা (সদর দক্ষিণ), চট্টগ্রাম (সদর), কক্সবাজার (রামু) ও সিলেট। নির্বাচিত প্রতিটি জেলায় একটি করে মাল্টি-টেন্যান্ট ভবন (১,০৫,০০০ বর্গফুট, ৭ তলা); ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট, ৩ তলা) নির্মাণ করা হবে। একইসাথে নির্ধারিত জেলাসমূহের মধ্যে ৮টি জেলার প্রতিটিতে একটি করে ৩ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন (১৮,০০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ০৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। জুন ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়নাধীন পার্কগুলোতে মোট ৬০ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

৩.৯.৯ আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, চুয়েট

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উপযুক্ত দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইনকুবেটর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ইনকিউবেটরে একদিকে ছাত্র শিক্ষকগণের গবেষণা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান কমার্শিয়ালাইজেশনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সাথে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

৩.১০ বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুসরণে ইতোমধ্যে ১৩টি বেসরকারী আইটি প্রতিষ্ঠানকে 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, ইতোমধ্যে এ পার্কগুলোতে প্রায় ৪৪০৫ জন কাজ করছে। বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলোও ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এর মধ্যে Augmedix BD Ltd. ২২ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২১০ টাকার সমমূল্যের; Data Soft Systems Bangladesh Limited ৯০ কোটি টাকার সমমূল্যের এবং BJIT Ltd. ১২০ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

৩.১১ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন

বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিটি/হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবগুলো শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষকসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ৫টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে (১২টি জেলায়) আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Big Data Analytics Lab এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

৩.১২ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাই আইটিইএস সেক্টরে মানবসম্পদ উন্নয়নের/টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি-লক্ষ্যে প্রায় ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের CEO, COO, CTO Level এর ২৫ জন কর্মকর্তাকে আইটি ব্যবসার বিশ্বগতিধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিতির জন্য হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে Advanced Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত ২৫ জনকে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে একই কোর্স কারিকুলাম নিয়ে দেশে আরো ৬৫ জন CEO, COO, CTO কে প্রশিক্ষিত করা হয়। Mid Level Training Program এর ১০৭২ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। অন্যদিকে, Skill Enhancement Program এর মাধ্যমে প্রায় ৪৭৩৫ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রথমবারের মত Lean Six Sigma, Oracle e suit , PMP বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

এছাড়া দেশের ৭টি স্থানে নির্মিতব্য শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রায় ১৫,০০০ জনকে এবং জেলা পর্যায়ে আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প (১২টি জেলায়) এর আওতায় আরো ৩০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নাটোরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৩ আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানীসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি সেক্টর উন্নয়নে কোম্পানীসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত সরকারি ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে যেমন CMMI Level-5.3, ISO-27001, 9001 প্রাপ্তির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৭০ টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুটি কোম্পানী CMMI Level-5 সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়ও ১০টি কোম্পানী CMMI Level-3, ২৫ টি কোম্পানী ISO-9001 এবং ৩ টি প্রতিষ্ঠান ISO-27001 সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৩০ টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশন প্রদানের করা হচ্ছে, এর মধ্যে ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেশন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান বিশ্ববাজারে অন্যদেশের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

৩.১৪ ওয়ান স্টপ সার্ভিস

হাই-টেক পার্কগুলোতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত বিভিন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই সেবা আরো সহজীকরণের লক্ষ্যে Online ভিত্তিক One Stop Service চালু হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.১৫ বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রণোদনা সুবিধা

হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতোমধ্যে ১২ ধরণের প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপযুক্ত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করা হচ্ছে। হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণের নিমিত্ত ডেভেলপার/আইটি কোম্পানীসমূহের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণোদনা সুবিধা সংক্রান্ত ১৫টি এসআরও জারী করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

- আইটি/আইটিইএস কোম্পানীসমূহের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ;
- পার্ক ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ;
- মূলধনী সম্পত্তি ও মেশিনারিজ এর উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ;
- প্রত্যেকটি হাই-টেক পার্ক ওয়্যার হাউজ স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হবে;
- ইউটিলিটি সার্ভিসের উপর ভ্যাট মওকুফ;
- পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ;
- বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের উপর পর্যায়ক্রমিক আয়কর মওকুফ সুবিধা।

৩.১৬ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অর্জনসমূহ

- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে আইটি/আইটিইএস কোম্পানীর জন্য রেডি স্পেস তৈরি।
- শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আইটি/ আইটিইএস কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু।
- জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আইটি/আইটিইএস কোম্পানী ও স্টার্ট আপদের কার্যক্রম শুরু।
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।
- সিলেট ইকেট্রনিক্স সিটির অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শুরু।
- জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২ জেলায়) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন।
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (৭ আইটি) কার্যক্রম শুরু।

- চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে IT Business and Incubation Center স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন।
- আইটি/ আইটিইএস খাতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- প্রাইভেট এসটিপি ঘোষণা। (১৩ টি বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ককে প্রাইভেট এসটিপি ঘোষণা করা হয়েছে)।

৩.১৭ পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প

- শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট অব ফিউচার টেকনোলজি (এস আই এফ টি) এবং হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প।
- মহাখালী আইটি পার্কের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প।
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর এর সম্প্রসারণ প্রকল্প।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
www.doict.gov.bd

৪.১ সংস্থা পরিচিতি

দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পৌঁছে দিতে সরকার গত ৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। মাঠ পর্যায়সহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের আওতায় মোট ৭৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। গত ০৭/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬৫৩ নং স্মারক মূলে আরও ১১১২ টি পদ সৃজনের অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপনের পর এ সকল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রেরণ নিশ্চত করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে প্রেষণে কর্মরত ৭ জন সহ মোট ২০৫ জন্য ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০১ জন ২য় শ্রেণির, ৬৯ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী এবং আউটসোসিং এর মাধ্যমে ৩১ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩০৬ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৪.২ সংস্থার বিস্তারিত বিবরণ

৪.২.১ রূপকল্প (Vision)

জনগণের দোরগোড়ায় ই-সার্ভিসের মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি, সু-শাসন ও টেকসই উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

৪.২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স যোগাযোগ, ই-সরকার, দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারণা বাস্তবায়ন, কার্যকর সমন্বয়সাধন, প্রযুক্তিগত ধারণা সকলের মাঝে বিস্তার নিশ্চিতকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা।

৪.২.৩ কার্যাবলি

১) সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
২) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান;
৩) সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরণে কারিগরি সহায়তা;
৪) সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির কারিগরী ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর;
৫) সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৬) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৭) তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
৮) যন্ত্রপাতির চাহিদা, মান ও ইন্টারঅপারেটিবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
৯) সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
১০) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষ আইসিটি মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.২.৪ জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ /দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল				কর্মরত				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫৭৬	০৪	৫৭১	৬৫৩	২০৫	০১	৬৯	৩১	৪৩৫	০৩	৫০২	৬২২	১৮৬৮	৩০৬	১৫৬২
সর্বমোট	৫৭৬	০৪	৫৭১	৬৫৩	২০৫	০১	৬৯	৩১	৪৩৫	০৩	৫০২	৬২২	১৮৬৮	৩০৬	১৫৬২

৪.২.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন বরাদ্দ	২২৬.৯৩	২১৯৬.১০	৩৩৪০.৯১	৪০০৩.৩৫	৪০৭৬.৫৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	২১৬.১১	৫৭৯.৭৫	২৮৫৪.৯১	৩১৫৬.৭২	৩৩৩৩.৬৩
উন্নয়ন বরাদ্দ	-	৬৪৫.০০	২১০৬২.০০	৭৯৫৩.০০	(২০৮৩+৮৩৫২)= ১০৪৩৫.০০
উন্নয়ন ব্যয়	-	৬৩৯.২৪	২০০৫৬.৬৩	৭৭২৯.৮৮	(১৫১+৭০৮৭.৩৯)= ৭২৩৮.৩৯

৪.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অধিদপ্তর গত ১৮/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ স্বাক্ষর করে। এছাড়া গত ০৭/০৫/২০১৭খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক ,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের (৬৪ জেলা) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৮টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২২টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র. নং.	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম
১.	নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	০৪ টি
২.	জনসাধারণকে আইসিটি ব্যবহারে সচেতন করা	০৪ টি
৩.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	০৫ টি
৪.	আইসিটিতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৪ টি
৫.	জেন্ডার ইকোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ ও জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ টি

৪.৩.১ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	৫ টি	৫৭৫ টি
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	৬৪ টি	৬৪ টি
মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকিতে ভিডিও কনফারেন্স	১৬ টি	১৬ টি
অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ	৪ টি	৮ টি
সরকারি /বেসরকারি সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতর ICT প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ICT জনবল তৈরি করা	২০০ জন	২০০ জন
ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০০	১১০০০ জন
দেশব্যাপী স্থাপিত নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩০০ জন	৩২০ জন
সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন	৬০ জনঘন্টা	৭৭ জনঘন্টা

১১ জুন ২০১৮ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

২৭_মে ২০১৮ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং ৬৪ জেলা কার্যালয়ের প্রোগ্রামার/ সহকারী প্রোগ্রামারের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

৪.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে গত ১৩/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া একইদিনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের (৬৪ জেলা) জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৪.৪.১ ২০১৭-১৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
নৈতিকতা কমিটির সভা এবং নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	৪ টি	৪ টি
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২৭১ জন
অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	৫০%	৫৩%
দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৭ সালের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	৩১ মার্চ ২০১৮ ও ৩০ জুন ২০১৮	২৯ মার্চ ২০১৮ ও ২৫ জুন ২০১৮
সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ অবহিত করণ	৩০	২০৭

৪.৫ চলমান প্রকল্প

৪.৫.১ প্রকল্পের নাম

'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্প ('Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country Project') (বর্তমানে প্রকল্পটি ৩য় সংশোধিত)।

(i) প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারী ২০১৫ - জুন ২০১৯

(ii) প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মূল প্রকল্প ব্যয়: ২৯৮৯৮.০০ (৩য় সংশোধিত ব্যয়: ৩৯৭৭৭.৭৫)

(iii) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা;
- ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ল্যাবসমূহকে স্থানীয় সাইবার সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা;
- মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাকে উৎসাহিত করা;
- আইটি এনাবলড ভাষা প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(iv) প্রকল্পের অগ্রগতি

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় ১টি করে সর্বমোট ৬৫ টি ভাষা শিক্ষা ল্যাবসহ (কক্সবাজার জেলায় ০২টি) সারাদেশে ২০০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২০০১ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ৮০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন এবং ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম" স্থাপন করা হয়েছে;

- চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ১২০০ টি ও সৌদিআরবে ১৫টি সর্বমোট ১২১৫ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন এবং ৬০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে সফটওয়্যার ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৯ টি বিদেশী ভাষায় ১০২৪ জনকে মাস্টার ট্রেইনার এর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ১৬ জন ভাষা প্রশিক্ষনার্থীর তালিকা পাওয়া গেছে। বুয়েটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

স্থাপিত ২৯০১ টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' এবং 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষকসহ মোট ৫৮০২ জনকে CRI (Center for Research and Information) কর্তৃক জেলাভিত্তিক ০১ দিনের ও ৮৭০৩ জন শিক্ষককে Basic ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে স্থাপিত ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের উপর আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় রিসাতারা রিয়াজ, বটিয়াঘাটা থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনাকে ১ম পুরস্কার ল্যাপটপ, সনদপত্র এবং বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেলের উপর রচিত মূল্যবান বই তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪.৫.২ প্রকল্পের নাম

'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT)'

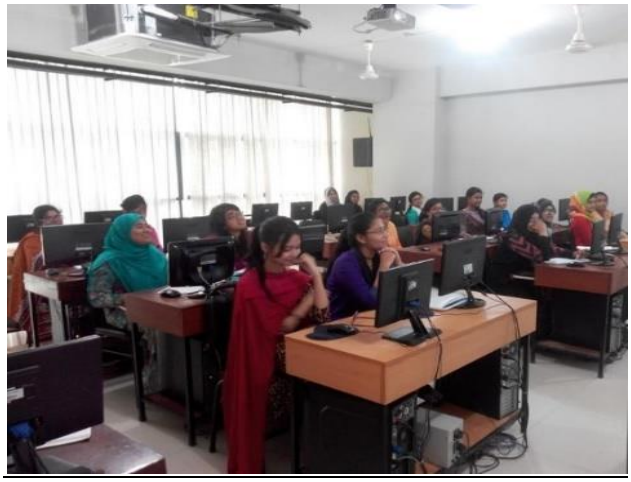

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

(i) প্রকল্পের লক্ষ্য

- আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- আইসিটি ইকো-সিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা;
- আইসিটির মাধ্যমে নারীদের স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসাবে তৈরি করা ইত্যাদি।

(ii) প্রকল্প ব্যয় ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত)।

(iii) প্রকল্প এলাকা

২১ টি জেলা (সাভার-ঢাকা, ফরিদপুর সদর, টাঙ্গাইল সদর, জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, হাটহাজারী-চট্টগ্রাম, সদর দক্ষিণ-কুমিল্লা,নোয়াখালী সদর, রাঙ্গামাটি সদর, সিলেট সদর, পবা-রাজশাহী, পাবনা সদর, বগুড়া সদর, নওগাঁ সদর, রংপুর সদর, দিনাজপুর সদর, ফুলতলা-খুলনা, যশোর সদর, কুষ্টিয়া সদর, বরিশাল সদর, পটুয়াখালী সদর)।

(iv) অগ্রগতি

- অফিস সেট-আপ এবং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- ডিপিপি অনুযায়ী গাড়ি, আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার সামগ্রি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে মর্মে CRI (Center for Research and Information) এর সাথে অত্র প্রকল্পের একটি সমঝোতা স্মারক গত ১৫/০৩/২০১৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে;
- ১২টি লটের মধ্যে ১১টি লটের জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে এবং ১টি লটের জন্য পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ ভেন্যু নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে। (Freelancer to Entrepreneur- এ ৪০০০ জন, IT Service Provider- এ ৪০০০জন এবং Women Call Center Agent-এ ২৫০০ জনসহ মোট ১০,৫০০ জন);
- ২৬ সেপ্টেম্বর/১৮ রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়;
- মাননীয় মন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশে একই মডেলের প্রকল্প ৬৪ জেলায় শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম চলমান।

৪.৬ পরিকল্পনাধীন প্রকল্প

৪.৬.১ প্রকল্পের নামঃ 'এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি' প্রকল্প [' Establishing Digital Connectivity (EDC)]'

(i) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার

(ii) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের নিমিত্তে ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কোওয়ার্ডিনেশন কমিটি গৃহীত আদর্শ জাতীয় নেটওয়ার্ক স্থাপন ও তৃণমূল পর্যায়ে কমমূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ;
- মাঠপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন;
- আইসিটি নির্ভর উন্নয়নকে তরান্বিত করতে বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য উচ্চপ্রযুক্তির ল্যাব ও প্রযুক্তিসুবিধাদি স্থাপন;
- দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে ই-সেবা ও সরকারি দৈনন্দিন কার্যক্রমে আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের সরকারি অফিসে আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপন, জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার ও আইসিটি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়ন;
- ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাদি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন।

(iii) প্রকল্পের কার্যক্রম

- পয়েন্ট অফ্ ইন্টারকানেক্ট (পিওআই) স্থাপন;
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন;
- স্পেশিয়ালাইজ্ড ল্যাব স্থাপন;
- কমন আইটি ইনফ্রাস্ট্রাক্চার স্থাপন;
- ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন;
- ফরেইন মিনিস্ট্রি অটোমেশন;
- সিআরভিএস;
- স্ট্রেংদেনিং ই-সার্ভিস।

৪.৬.২ প্রকল্পের নাম: 'তরুণদের জন্য ডিজিটাল সুযোগ তৈরি' প্রকল্প ('Digital Opportunities for Youth')

(i) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

তথ্য প্রযুক্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ/উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি তরুণদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি।

(ii) প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১২/০২/২০১৮ তারিখের পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.৬.৩ প্রকল্পের নাম: 'পাঠ্যবই-এর ডিজিটাল রূপান্তর' ('Digital Transformation of Textbooks')

(i) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই-এর ডিজিটাল রূপান্তর;
- ইন্টারঅ্যাকটিভিটি ও মাল্টিমিডিয়াসহ তথ্য প্রযুক্তির অন্যান্য সমসাময়িক সুবিধাসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দময় করে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে জানা ও বোঝার অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষকদেরকে নিজস্ব সহযোগী ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়নে উৎসাহিত করা;
- ডিজিটাল বই ব্যবহার করে পাঠদানের জন্য শিক্ষকগণকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা।

(ii) প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন এবং ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

৪.৬.৪ প্রকল্পের নাম: 'ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে দরিদ্র বান্ধব চিকিৎসা ব্যবস্থা গঠন করা' ('Creating Poor-Friendly Health Care System using Digital Opportunity')

(i) প্রকল্পের লক্ষ্য

- একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 'রূপকল্প ২০২১' এর আলোকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবার প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা;
- সবার জন্য একুশ শতকের উপযোগী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় তথ্যভান্ডারের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রামাঞ্চলে পৌছিয়ে দেয়া;
- 'প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম'-এই নীতির উপর স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ নেয়া।

৪.৬.৫ কর্মসূচির নাম: 'সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' (ICT Training Program in Recently Extinct Enclaves)

(i) কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারী বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

(ii) কর্মসূচির অগ্রগতি

কর্মসূচির পিপিএনবি (Proposal for Program Financed from the Non-Development Budget) প্রণয়নপূর্বক ২৮/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪.৭.১ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

আইসিটি অধিদপ্তরের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে আরপিএটিসি, ইস্কাটন, ঢাকা - এর মাধ্যমে সদ্য যোগদানকৃত ৫৭ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর ২টি ব্যাচে মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৭.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, রাশিয়া, কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আইসিটি অধিদপ্তরের মোট ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এসকল প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ

- India অনুষ্ঠিত Certificate Course in Wireless Network Administration (CWNA), Certificate Course in Linux Administration (RHCE-7) এবং E-Governance and its Impacts;
- চায়নার উহানে অনুষ্ঠিত Seminar on ICT Management for Bangladesh, Hi-Tech Park/Zone Management, Seminar on ICT Management for Bangladesh এবং Seminar on Construction & Management of Economic and Industrial Park for Bangladesh ও দক্ষিন কোরিয়া অনুষ্ঠিত The 2017 ICT Leadership Program;
- জাপানে অনুষ্ঠিত ICT Capacity Building Program এবং Training of Trainers (ToT) Program for Master Trainers of ITEE (J1821851);
- রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত Smart Office Management - knowledge sharing program in e-Governance, e-Service related activities ইত্যাদি।

৪.৭.৩ অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ (২০১৭-১৮)

(i) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫৯৬ (জেলা ও উপজেলাসহ)	১৫,৪৬২ জন

(ii) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৫৭৫ (জেলা ও উপজেলাসহ)	২৮,৭০৬ জন

৪.৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ক্রম	নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
০১	নিদেশনা-১ আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। চলমান প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রায় ১২০০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ০৯টি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
০২	নির্দেশনা-৩ আইসিটিকে দেশের সাধারন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশনঃ ২০২১) গড়ার অন্যতম টুল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।	আইসিটি এবং A2i এর মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২৫২জন সিস্টেম এডমিন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে প্রায় ১১০০০জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গুনগত আইসিটি শিক্ষার মান উন্নয়নে সারা বাংলাদেশে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৩ জন করে মোট ৮৭০৩ জন শিক্ষককে “Basic ICT in Education literacy and Troubleshooting” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারফলে ল্যাব গুলোর মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষার মান সমুন্নত করা সম্ভব হয়েছে। UDC পরিচালনায় উদ্দ্যোক্তাদের আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সহকারী প্রোগ্রামার গণের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বাস্তবায়িত

ক্রম	নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
০৩	নির্দেশনা-৪ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে হবে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সুবিধা দেশের সকল মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিতে হবে।	বিষয়টি সরাসরি আইসিটি অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত নয় তবে আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে EDC (Establishing Digital Connectivity) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ Last Mile Connectivity প্রদান করা হবে।	নেগোসিয়েশনের কাজ ১০০% সম্পন্ন প্রায়।
০৪	নির্দেশনা-৫ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের অতি সহজে কথা বলার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে স্কাইপি এর ব্যবহার আরও জনপ্রিয় ও সহজ করে তুলতে হবে।	a2i এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে UDC এর উদ্দ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামারগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে স্কাইপি এর ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। ভবিষ্যতে এদতসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যহত থাকবে।	বাস্তবায়িত
০৫	নির্দেশনা-০৮ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন এ আরো বেশী তথ্য সংযোজন করতে হবে এবং এর ব্যবহার বহুমুখী করতে হবে।	আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামারগণ a2i এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ওয়েব পোর্টালের তথ্য হালনাগাদ করছেন এবং বিভিন্ন সরকারি/ আধাসরকারিসহ অন্যান্য দপ্তরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন। ভবিষ্যতে এদতসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যহত থাকবে।	বাস্তবায়িত
০৬	নির্দেশনা-৯ আউটসোর্সিং এ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত জন গোষ্ঠীর উপার্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে লার্নিং-আর্নিং, এলআইসিটি এবং বাড়িবসে বড়লোক ইত্যাদি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। গার্মেন্টস সেক্টরের পাশাপাশি সফটওয়্যার রপ্তানীর উদ্যোগ নিতে হবে।	আউটসোর্সিং কার্যক্রমকে সর্বস্থরের প্রচার এবং আইসিটি বিষয়ক জনসচেতনতার লক্ষে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সারাদেশে পোষ্ট বিপিও সামিট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীনে ‘সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ০৯টি ভাষায় (ইংরেজি ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত জন গোষ্ঠির বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ‘প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She power project: Sustainable development for women theough ICT)’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলট আকারে দশ হাজার পাঁচশো (১০,৫০০) মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য তিন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে ৪,০০০ মহিলাদের Freelancer থেকে Entrepreneur, ৪,০০০ মহিলাদের IT Service Provider এবং ২,৫০০ মহিলাদের Women	বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন

ক্রম	নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
		Call Center Agent হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	
০৭	নির্দেশনা-১০ দেশের সকল জেলা উপজেলাতে কম্পিউটার কাম ভাষা শিক্ষা ল্যাব সংযোজনের মাধ্যমে বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্যোগকে আরও জোরদার করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন 'সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ০৯টি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য টেন্ডার কাজ সমাপ্তির পরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং গত ১৫/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বুয়েট কর্তৃক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় দরদাতার জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিএম পদ্ধতিতে বুয়েটের মাধ্যমে সফটওয়ার সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। সারাদেশের ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ) জন শিক্ষকগণ কে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে শিক্ষকদের লিষ্ট চুড়ান্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় ইতোমধ্যে নির্মিত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ভাষা সফটওয়ার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সম্ভাব্য আগামী জুন/২০১৯ মেয়াদে প্রশিক্ষণ সমাপ্তের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।	বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন
০৮	নির্দেশনা-১১ উপজেলা পর্যায়ে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপন করে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সক্ষম জনশক্তি আরো বৃদ্ধি করতে হবে।	উপজেলা পর্যায়ে Establishing Digital Connectivity (EDC) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯১ টি ICT HUB স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	নেগোসিয়েশনের কাজ ১০০% সম্পন্ন প্রায়।
০৯	নির্দেশনা-১৩ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আইটি শিক্ষাকে আরো বেশি আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে। পাশপাশি ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরা শিক্ষকদের পাঠদান কার্যক্রম রেকর্ড করে মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা দেশে পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে এবং	শিক্ষা ব্যবস্থায় Digital Content তৈরীর লক্ষে পাঠ্য বইয়ের ডিজিটাল রূপান্তর (Digital transformation of text book) শীর্ষক প্রকল্প তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের জন্য IIFC এর মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করা হবে।	প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান ✓ ফিজিবিলিটির কাজ ৫০% সম্পন্ন এবং ✓ খসড়া ডিপিপির কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
	শিক্ষকদের আরো বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।		
১০	নির্দেশনা-১৪ দেশের নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর, আরো বেশি সৃজনশীল, দেশপ্রেমীক এবং পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে।	নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং সাবলম্বী করার লক্ষে জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ, জাতীয় আইসিটি দিবস, বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৮, ACICTA ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়িত

৪.৯ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

সরকারি দাপ্তরিক কাজকে আরও গতিশীল করার লক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। মাঠ পর্যায়ে ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য ই-সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রকল্পের সাথে গত ১৪/০১/২০১৬ তারিখে এ অধিদপ্তরের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে লক্ষে a2i প্রকল্পের সাথে এ অধিদপ্তর যৌথভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে তাদের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছেন।

৪.১১ পুরুস্কার/ সম্মাননা

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর পরিচালক (উপ-সচিব) জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জেলা পর্যায় সাধারণ (দলগত) এবং জাতীয় পর্যায় কারিগরি (দলগত) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১৮ এর পদক গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ গ্রহণ করছেন।

- জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অবদান রাখায় দলগত শ্রেণীতে জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ লাভ করেন ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ গ্রহণ করছেন।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়
www.cca.gov.bd

৫.১ সংস্থার পরিচিতি

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমে পরিচিতি প্রতিপাদন (Authentication), তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ ও ২০১৫ এর কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সরকারী দপ্তরসমূহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ই-গভর্নেন্সে উত্তরণের লক্ষে অনলাইন কার্যক্রম, যেমনঃ সফটওয়্যার উন্নয়ন, অনলাইনে নাগরিক আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স ও নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫.২ সংস্থার বিস্তারিত বিবরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৮ম অধ্যায়ে (ধারা ৫৪ থেকে ৮৪) কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধ, তদন্ত, বিচার ও দন্ড ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ তদন্তে বিজ্ঞ ট্রাইবুনালকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী সহায়তা করা এ কার্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। মূলতঃ দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষে কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ব্রাউজিংসহ কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডারে প্রবেশ এবং এর সঠিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানে এই আইনের সঠিক উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এ কার্যালয়ের লক্ষ্য। আইনের বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিতকরণ এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ করার লক্ষ্যে এ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করাও এ কার্যালয়ের লক্ষ্য।

১৮ এপ্রিল ২০১২ সালে রুট কী জেনারেশন সেরিমনির মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের অন্যতম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ বাস্তবায়নের জন্য দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

- পেপারলেস গভ:মেন্ট করেসপনডেন্স
- ই- গভ:মেন্ট
- ই- কমার্স
- ই- প্রকিউরমেন্ট
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং
- ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ

আজকের পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুতে আরো বেশি আন্ত:সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইন ভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সাইবার অপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে।

৫.২.১ ভিশন

নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ।

৫.২.২ মিশন

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

৫.২.৩ কার্যাবলি

- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান করা;
- সরকারী তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পালন করা;
- এই কার্যালয়ের অধীনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) নিয়োগ করা হয়। মূলত এ কার্যালয় সার্টিফায়িং অথরিটি সমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে;
- সার্টিফায়িং অথরিটি তার গ্রাহকদের ডিজিটাল স্বাক্ষর/ সার্টিফিকেট প্রদান করছে। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় উক্ত গ্রাহক ও সিএ এর মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করে ;
- সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) সমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;
- এ কার্যালয় সিএ সমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমনঃ প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কী সমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন;
- সাইবার অপরাধ তদন্ত।

৫.২.৪ জনবল

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের ২৬টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৯টি এবং ১৮-২০তম গ্রেডের ১০টিসহ মোট ৫৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২৬	০	১৯	১০	১২	০	০৭	১০	১৪	০	১২	০	৫৫	২৯	২৬

৫.২.৫ সিসিএ কার্যালয়ের শাখাসমূহ

সংস্থা প্রধান	অধিশাখা	শাখা
নিয়ন্ত্রক	অর্থ, প্রশাসন ও আইন	অর্থ ও প্রশাসন
		আইন
	আইসিটি	আইটি সিকিউরিটি
		ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
	সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা	ইমার্জেন্সী রেসপন্স
		সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়

৫.২.৬ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

(হাজার টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম		বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়	৩৭,৬৪৪.০০	২৩,২৪৬.৪৪	৬১.৭৫%
উন্নয়ন	পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প	৭৬,৯০০.০০	৭৫,৯৪২.০০	৯৮.৭৫%

৫.৩ প্রণীত আইন/নীতিমালা/বিধিমালা

টাইমস্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস গাইডলাইস ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় ২০১৭-১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ১১৪.৪২ নম্বর অর্জন করে। সিসিএ কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম
১.	নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	০৬টি
২.	দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	২টি
৩.	মাঠ পর্যায়ের জনসাধরণের জন্য আইটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	১০টি
৪.	আইন ও বিধি প্রণয়ন	২টি
৫.	সিএ সমূহের অফিস ও স্থাপনা পরিদর্শন	৫টি
৬.	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	২৫টি

৫.৪.১ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই সিস্টেম উন্নয়ন	৩০.১১.২০১৭	৩০.১১.২০১৭
সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন	৩১.১২.২০১৭	০১.১২.২০১৭
সিসিএ Computer Incident Response Team (CIRT)স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল	৩১.০৭.২০১৭	২৬.০৭.২০১৭
মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পের খসড়া প্রস্তাব দাখিল	৩০.০৯.২০১৭	২৮.০৯.২০১৭
Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) সিস্টেম চালুকরণ	৩০.০৯.২০১৭	০১.০৯.২০১৭
ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৫০০	৬০০
Public Key Infrastructure (PKI) এবং Forensic Investigation বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০	৮০
জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	৭	১০

৫.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। সিসিএ কার্যালয় ০১টি উদ্ভাবনী ধারণ 'ই-সাক্ষ্য (DEMRS)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ছুটি ব্যবস্থাপনা নামে ০১টি সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী এ বিভাগের ০২জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কর্ম পরিকল্পনার অন্যান্য কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

৫.৬ প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্রান্ত তথ্য

"পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।

উদ্দেশ্য

- পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা;
- সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সিসিএ কার্যালয়ে একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।

কার্যক্রম

- পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়নের জন্য পিকেআই হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করা;
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ডিজিটাল ফরেনসিক হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করা;
- পিকেআই ও ফরেনসিক বিষয়ক ০৪ জন পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া ও ০৬টি জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- ৮০ জন সরকারী কর্মকর্তার জন্য পিকেআই এবং ফরেনসিক বিষয়ক স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র এবং যানবাহন ক্রয় করা।

অর্জন

- পিকেআই প্রকল্পের আওতায় ৮০ জন সরকারী কর্মকর্তাকে PKI এবং Forensic বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী এবং বেসরকারী কর্মকর্তা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ ৬০০ জনকে দিনব্যাপী ০৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং সাইবার ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- PKI সিস্টেমের মানোন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৭ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

- চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে "ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর ব্যবহার এবং সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" শীর্ষক সেমিনার করা হয়েছে। উক্ত সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৬০০ জন কর্মকর্তাগণের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে;

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ল্যাবে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের একাংশ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সিসিএ কার্যালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫টি সিএ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে, ই-নথির কার্যক্রম জোরালো করা হয়েছে ও Online Leave Management Software প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মামলা তদন্তের সুবিধার্থে Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) সেবা চালু করা হয়েছে;
- সিসিএ কার্যালয়ের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমস আপগ্রেড করা হয়েছে। বিশ্বমানের পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনে এবং তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়।

৫.৮ পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প

- সিসিএ কার্যালয়ে কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (CCA CIRT) গঠন;
- মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন;
- সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষ জনবল গঠন প্রকল্প।

৫.৯ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে ২০১৬ সালে ই-নথির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম ই-নথিতে সম্পন্ন করা হয়।

একসেস টু ইনফরশেন প্রোগ্রাম
www.a2i.gov.bd

৬.১ প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম
বাস্তবায়নকারি সংস্থা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	৮,০৩১.০০ লক্ষ টাকা
এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	৮,০৩১.০০ লক্ষ টাকা
অর্থ ছাড় (%)	৮,০৩১.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)
প্রকৃত ব্যয় (%)	৮,১৪২.৩২ লক্ষ টাকা (১০১.৩৯%)
প্রকল্প মেয়াদ	জুন ২০১৯ সাল

৬.২ এটুআই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

জাতিসংঘের UNDP Bangaldesh (United Nations Development Programme Bangaldesh)-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এটুআই প্রোগ্রাম ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করে। তথ্য-প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদান, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ও অনলাইন সেবার নিশ্চিতকরণে এটুআই প্রোগ্রাম সরকারের কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দায়বদ্ধ-স্বচ্ছতা রাখতে এবং দূর্নীতি কমিয়ে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ 'গড়তে রূপকল্প ২০২১' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে । এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সেবা প্রার্থী জনগণকে পূর্বের তুলনায় স্বল্প সময়, স্বল্প খরচ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে আরো গুণগত ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান।

প্রথমদিকে সেবা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে আরো গতিশীল করতে এটুআই কাজ শুরু করে। কুইক-উইন (সহজে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য) থেকে শুরু করে সরকারি সেবায় উদ্ভাবন, সরকারি সেবাগুলো সহজীকরণ এবং সরকারি বিভিন্ন ফর্ম ও সেবাগুলোকে সহজলভ্য করার মধ্য দিয়ে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে এটুআই লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। এছাড়া সরকারি সেবাসমূহ সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের নিকট সহজলভ্য করতে সরকারি কর্মকর্তাদের সেবা সহজীকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি অফিস সমূহকে সেবা সহজীকরণে সংবেদনশীল করে তোলা এবং প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ বিভাগ সমূহের প্রত্যেকটি থেকে কমপক্ষে একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

উপরন্তু এটুআই আইসিটির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে চলেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজির লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এটুআই এর এসব উদ্যোগের লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সবার সহজ ও সর্বত্র প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা পূরণ, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যেও বেশ কিছু উদ্যোগ রয়েছে এটুআই প্রোগ্রামের। সর্বোপরি, 'রূপকল্প-২০১' বাস্তবায়ন সম্ভব বিবেচনায় নিয়ে 'মিশন ইনোভেশন-২০৪১' এবং পরবর্তীতে 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়েও এটুআইয়ের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম রয়েছে।

মূলত: বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, শাসন ব্যবস্থার উন্নতি এবং টিসিভি (Time, Cost & Visit) কমিয়ে সরকারি সেবা সহজলভ্য করতে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই-II) বা এটুআই-II শুরু হয়েছিল। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনই ছিল মূল কৌশলঃ

ক. বিদ্যমান ই-সেবাগুলো শক্তিশালী ও সমন্বিত করা এবং সকল কিছুর উপযোগি দ্বিতীয় প্রজন্মের ই-সরকারের প্রয়োগগুলোর প্রচলন করা।

খ. সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সংবেদনশীল করা, সেবা প্রদানকারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যন্ত্রসংক্রান্ত (digital) জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

গ. প্রকল্পটির সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিসংক্রান্ত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পলিসি এবং কৌশলগত সংযোগ/ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা
ঘ. ই-সেবা প্রদানে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

২০১২ সালে প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন হতে ৩ বছরের বাস্তবায়ন পরবর্তী অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে। সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম এটুআই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে আরো জোরদার করে। তাই, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও কৌশলের বিস্তার নিয়ে ভাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে ২০১৫ সালে একই প্রয়োজন এবং চলমান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অব্যহত রাখতে প্রকল্পের ২য় মেয়াদ ২০১৯ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কনফারেন্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের কাছে এটুআই-এর অসামান্য সাফল্যগুলো তুলে ধরেন। বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন অফিস আয়োজিত 'সাউথ-সাউথ এন্ড ট্রায়াঙ্গুলার কো-অপারেশন ইনস্কেলিং-আপ ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি' সেমিনারটিতে তিনি এটুআই-কে মডেল হিসাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থাগুলোতে তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি এটুআই ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে যেভাবে সরকারি সেবাগুলো দ্রুততার সাথে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে অন্য মন্ত্রণালয়গুলোতেও তা বাস্তবায়ন করে ২০২১ সালের প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়াও এ বছর গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পাশাপাশি চলমান 'SDG Implementation, Financing and Monitoring, and Sharing Innovations through South-South and Triangular Cooperation' বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে এস্তোনিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, কুরাসাও সহ বেশ কিছু দেশের প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত SDG Tracker এবং বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ অফিসের যৌথ প্রযোজনায় প্রকাশিত 'South-South in Action: Citizen-friendly Public Service Innovation in Bangladesh' রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। এটুআই প্রকল্পের পলিসি এ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরী উক্ত প্রোগ্রামে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

৬.৩ সূচনা

একটি সাম্প্রতিক ঘটনা দিয়ে শুরু করা যায়। কুষ্টিয়ায় মিরপুরে বোরো ধানের জমি হঠাৎ করেই ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়। কৃষক যখন দিশেহারা হয়ে কৃষকবন্ধু ফোন সেবা ৩৩৩১-এ ফোন করে, তাৎক্ষণিকভাবে কৃষি বাতায়ন থেকে ১৭ হাজার কৃষকের ফোনে এর সমাধান দিয়ে ক্ষুদে বার্তা প্রদান করা হয়। আক্রান্ত জমির ৮ হাজার ৯৭০ জন কৃষক পরের দিনই তার জমিতে ঔষুধ দেয়া শুরু করে। এর ফলে তাদের বোরো ধান রক্ষা পায়। এই বাংলাদেশইতো আমরা চেয়েছিলাম। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আজ কৃষক পর্যন্ত পৌঁছেছে।

একটি আশা, একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শ্লোগানকে বুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সরকার। প্রযুক্তিতে শিশু এই রাষ্ট্র এখন এক টগবগে তরুণ। যে যাত্রা স্বপ্ন ছিল, আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এবং তরুণ প্রজন্মকে এই উন্নয়নের অংশীদার করতে এবং একটি উন্নত রাষ্ট্রে দেশকে পৌঁছে দেয়ার অগ্রযাত্রায় ইতোমধ্যেই সরকারের অসংখ্য উদ্যোগ চলমান রয়েছে। সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন, দূর্নীতিমুক্ত, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ সরকারের মূল চালিকা শক্তি। জ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠাই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম সোপান। এই জ্ঞান এবং সেবা আজ দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে সারাবিশ্বে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে গ্রহণ করে টেকনোলজি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে মোবাইল টেকনোলজির বিকল্প কিছু নেই। এই টেকনোলজির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে মোবাইল ফোন আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা ১৪৮.৭৬৯ মিলিয়ন। এর মধ্যে তরুণ এবং যুবকদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ার কারনে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। হাতে হাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র ছাড়াও ব্যবসাক্ষেত্রেও এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসাক্ষেত্র, ব্যাংকিং বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ক্রমবর্ধমান অবস্থা, সেবা ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন বা অনলাইনের

ব্যবহার, দক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিশীল যুবশক্তির রপ্তানি এবং রেমিটেন্স অর্জন ইত্যাদি বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। গড়ে উঠেছে আইসিটি বেইজড ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প যা অগনিত সম্ভাবনার দ্বার তৈরি করেছে। সম্ভাবনা অনেক, দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পণা প্রণয়ন আর কৌশল নির্ধারণ। সকলকে সাথে নিয়েই তথ্য প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৬.৪ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

৬.৪.১ সেবা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

৪৩ হাজার অফিসের তথ্য সম্বলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের সেবাগুলোকে মোবাইলে সহজে পেতে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করে সবার হাতে হাতে সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। জনগণকে সেবা নিতে দূরদূরান্তে সরকারি অফিসগুলোতে ভিজিট করতে হবে না। গবেষণা তথ্য অনুযায়ী জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের ফলে ৯৪% সময়, ৯৪% খরচ এবং১০০% যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে। যারা ডিজিটাল সেন্টার বা কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে সেবা নিতে পারবেন না তাদের জন্য করা হয়েছে ৩৩৩ কলসেন্টার। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজারের বেশি নাগরিক কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা পেয়েছে। যে কোন নাগরিক যে কোন অবস্থান থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

ই-অফিস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/ সরকারি অফিসে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নে ই-নথি বর্তমানে আড়াই হাজারেরও বেশি অফিসের প্রায় ৪০ হাজার কর্মকর্তা ব্যবহার করছে। সিদ্ধান্তও তাই খুব দ্রুততার সহিত করা সম্ভব হচ্ছে। ফর্ম পোর্টালের সাথে ই-নথিকে যুক্ত করার কারণে সেবা ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলছে। অনলাইন ফর্মে আবেদন করার পর মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন প্রক্রিয়াটিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। ১,৫০০ এর অধিক ফর্ম 'ফর্মস পোর্টাল'-এ যুক্ত করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সকল অফিসে এই সিস্টেম বাস্তবায়িত হবে।

কম খরচে, দ্রুত ও বিনা ভোগান্তীতে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য ইতোমধ্যে ৬৪টি সেবা সহজিকরণের প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে এবং ৪০টির অধিক সেবা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেবা সহজিকরণের আওতায় ২০০টি সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেবা প্রদানে ধাপ যত কম হবে, তত জনগণের দূর্ভোগ কমবে। তাছাড়াও প্রায় ৪০০ এরও অধিক সেবা প্রসেস ম্যাপ এবং সেবা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেবাকুঞ্জ।

দ্রুত ও কার্যকরী ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা সেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলির সক্ষমতা উন্নয়ন ও বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই ই-সার্ভিস ডিজাইনে ও বাস্তবায়নে ই-সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব নামের নতুন একটি উদ্ভাবন ঘটিয়েছে যা গত এক বৎসর যাবত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সহায়তা ও পৃষ্টপোষকতায় কার্যকরীভাবে চালু রয়েছে। গত এক বছরে ১০টি ব্যাচে ৬৬ টি সেবা প্রদানকারী সরকারি দপ্তরের মোট ৬০ টি ই-সার্ভিসের ডিজাইন ও পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছিল যার মধ্যে ৫টি পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে, ৫টি ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে, কিছু কার্যাদেশ দেওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, কিছু ইওআই সম্পন্ন হয়েছে, কিছু ইওআই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলো মূল্যায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিচার বিভাগের সেবাসমূহ দ্রুত ও সহজে উপযোগী উপায়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রস্তুতকৃত বিচার বিভাগীয় বাতায়ন বর্তমানে ১,৫০০ আদালতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও আদালত এবং কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে কারাগারে সাজাপ্রাপ্তদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। কারাগারে ভিড় কমছে এবং কারাগারে সংগঠিত অপরাধও কমে যাচ্ছে।

প্রতি বছর ২২ লক্ষ মামলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র নামজারি বিষয়ে। তাছাড়া জমি, জমির দলিল পাওয়া এবং মীমাংসা হওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানী এবং দূর্নীতি নাগরিকদের ভোগান্তীতে ফেলে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি করা হলে নাগরিকদের নামজারি সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম দ্রুততর হবে। ই-নামজারি নিয়ে ইতোমধ্যে আমাদের ১১২টি উপজেলায় কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপে ৫৩টি জেলায় ১ কোটি খতিয়ান সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে নানা ধরনের জাটিলতা তৈরি হয়। উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে জমির ভাগাভাগি সংক্রান্ত জটিলতা সহজ করা হয়েছে। জমি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আমরা অতি শীঘ্রই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু করব।

৬.৪.২ হাতের নাগালে সকল সেবা, সবসময়

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকদের জন্য সেবা দ্রুত এবং হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে ডিজিটাল সেন্টার। ৫,২৮৬ টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা নিয়ে দেশের কোনে কোনে পৌঁছে গেছে উদ্যোক্তারা। ৪ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোন স্থান থেকে নাগরিকরা এসে সরকারি প্রায় ১২০+ ধরনের সেবা গ্রহণ করতে পারছে, নাম মাত্র মূল্যে, কখনও কখনও বিনা মূল্যে।

'জাতিসংঘ e-Govornment Ranking এ বাংলাদেশ' সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে যাতে আরো বেশি জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয় এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাতে আরো বেশি সেবা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য নানাভাবে আরো বেশি সেবা যুক্ত করা হচ্ছে। ব্যাংকিং সেবা যাতে সহজে মানুষ হাতের কাছে পেতে পারে সেজন্য এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা ডিজিটাল সেন্টারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২,৫০০ ডিজিটাল সেন্টার হতে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। ধীরে ধীরে অন্যান্য ডিজিটাল সেন্টারেও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার সুবিধা দেয়া হবে। অন্যান্য ব্যাংকিং সেবাও এই সেন্টার হতে যাতে নাগরিকরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এতে করে দূরদূরান্তে অবস্থিত ব্যাংকে পায়ে হেটে মাইলের পর মাইল যেতে হবে না। ঘরের কাছে মিলবে সমাধান।

সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা যাতে ব্যবসা করে ডিজিটাল সেন্টারকে আরো বেশি জনবান্ধব করতে পারে সেজন্য এক-শপ নামে এ্যাসিস্টেড ই-কমার্স প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য আদান প্রদান করে ব্যবসা শুরু করেছে প্রায় ৪০০-এরও বেশি উদ্যোক্তা। এ পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়েছে। এতে করে কাঙ্খিত পণ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য হচ্ছে। সময় আর খরচও কমছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে সৌদিআরবের মদিনা, বাথা ও রিয়াদে ৩টি প্রবাসী ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকরা সেবা পাচ্ছে। পাসপোর্টের আবেদনসহ বেশ কিছু সেবা দেয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এটিকে আরো শক্তিশালী করা হবে। সেন্টারের বিস্তারে আরো ৬টি সেন্টার সৌদি আরবের বিভিন্ন জায়গায় চালু করা হবে। আমাদের প্রবাসী কর্মীদেরকে তাদের সংশ্লিষ্ট সেবা নিতে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে দেশে এসে পাসপোর্ট বা অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে আসতে হবে না। তাদের কাঙ্খিত সেবা তারা পাবে তাদের কাছেই, খুব সহজে।

৬.৪.৩ মানসম্পন্ন শিক্ষা হোক সবখানে, সব সময়

মুক্তপাঠ অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন কোর্সের সুযোগ তৈরি করে সারা দেশেই শিক্ষাকে সহজলভ্য করার কাজ চলমান রয়েছে। দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত যে কোন ব্যক্তি এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এই প্লাটফর্মে ২১টি কোর্স চালু রয়েছে এবং ১ হাজার লোক নিয়মিত এই প্লাটফর্মের কোর্স বা কনটেন্ট ব্যবহার করেন। ভবিষ্যতে আরো ৫০০টি কোর্স এই প্লাটফর্মে যুক্ত করা হবে। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ক্লাসরুম ভিত্তিক হবে না। দূরদূরান্তে অবস্থিত শিক্ষার্থী তার কাঙ্খিত বিষয়বস্তুর উপর উচ্চতর শিক্ষাসহ যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক বাতায়ন, কিশোর বাতায়ন ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষক বাতায়নে প্রায় ৩ লক্ষ শিক্ষক এবং শিক্ষামূলক দেড় লক্ষাধিক ডিজিটাল কনটেন্ট, কিশোর বাতায়নে দেড় লক্ষাধিক সদস্য এবং ২০ হাজারেরও অধিক কনটেন্ট শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে । এখন পর্যন্ত, এক হাজারেরও অধিক মডেল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষক বাতায়নের ফলে সচরাচর ব্যবস্থার চেয়ে সময়, খরচ এবং যাতায়াতের ভোগান্তি যথাক্রমে ৮৪%, ৯৫% এবং ৩৫% কমেছে।

ই-বুকের মাধ্যমে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত যাবতীয় বই ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। বই-এর স্বল্পতার জন্য শিশুদের পড়াশুনা বাঁধাগ্রস্ত হবে না।

৬.৪.৪ সরকারি সেবায় উদ্ভাবন সংস্কৃতি তৈরি

সরকারি সেবায় উদ্ভাবন সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানে সেবা গ্রহণকারি এবং প্রদানকারি উভয়েরই দূর্ভোগ চরমে উঠে। জনগণকে তার কাঙ্খিত সেবা পৌঁছে দিতে তাই সেবায় উদ্ভাবন আনা জরুরী।

এখন পর্যন্ত সেবা প্রদানকারি কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে উদ্ভাবন সংস্কৃতি আনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট প্রায় ৪২ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়ের সেবাগুলোকে আরো জনবান্ধব করার জন্য ৫০৮টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ধীরে ধীরে জটিল সেবাগুলোর প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়ে উঠবে। নাগরিকগণ সেবা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবে। সরকার রাজস্বও পাচ্ছে কাঙ্খিত মাত্রায়।

তাছাড়া এটুআই প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এবং চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আওতায় সর্বমোট ১৮০টি প্রকল্পকে স্বল্প মেয়াদের জন্য ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি প্রকল্প সারা বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে সেবা ছড়িয়ে দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে সেবা প্রদান এবং গ্রহণে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। তার সাথে সাথে দীর্ঘ দিন যাবৎ চলতে থাকা জাতীয় পর্যায়ের সমস্যার সামাধান পাওয়া যাচ্ছে।

মূলত: উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরির এবং ছাত্র-শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে ডিভাইস বা সিস্টেম অথবা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত সমাধানের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাব। ইতোমধ্যে, উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করতে এটুআই প্রোগ্রাম প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনোভেশনহাব' তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমস্যার বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান তৈরি হবে যা আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। ১৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই হাবের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ৫৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৪টি প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প চারটি হচ্ছে ক্লাসরুম মাল্টিমিডিয়া মাইক্রোফটোগ্রাফি, স্বল্পমূল্যের স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল সিএনসি লেদমেশিন, দূর নিয়ন্ত্রিত অনলাইন অ্যাস্ট্রনমিক্যাল মানমন্দির এবং 3D প্রিন্টারের মাধ্যমে মানুষের কৃত্রিম পা তৈরি ইত্যাদি অন্যতম। অন্যান্য প্রকল্প গুলো বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

সাফল্যের ক্ষেত্রগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়গুলো আরো উদ্বুদ্ধ হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৬.৫ কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন

কৃষি ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও আরও সহজে কার্যকরী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষিবাতায়ন' এবং 'কৃষকবন্ধু' ফোনসেবার (৩৩৩১ কলসেন্টার) মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক যে কোনও পরামর্শ ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে।

কৃষক বা অন্য যে কোন নাগরিক ৩৩৩১ নম্বরে ডায়াল করে কৃষি বিষয়ক যে কোন সেবা তাৎক্ষণিক ভাবে কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে পাবেন। এ পর্যন্ত ৩ হাজার কল গ্রহণ করা হয়েছে। ধানের রোগ থেকে ধান রক্ষা করতে এই ফোন লাইন খুবই।

বর্তমানে কৃষি বাতায়নে ৭৮লক্ষ কৃষকের তথ্য, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৮হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ৫০৪টি উপজেলা কৃষির তথ্য এই বাতায়নে সংযুক্ত রয়েছে। এই বাতায়নের ফলে কৃষকরা খুব সহজে দূরদূরান্তে অবস্থিত কৃষি কর্মকর্তার অফিসে না গিয়ে বাতায়নেই অনেক তথ্য দেখে কৃষি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিকে আরো উন্নত পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৬.৬ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে বলার আগে নাগরপুর টাঙ্গাইলের শরবতীর কথা বলতে হয়। ৯০ বছরেরও বেশি বয়সের এই বৃদ্ধা স্থানীয় বাজারে ধোয়া-মোছার কাজ করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ত্রৈমাসিক ১৫০০ টাকা বয়স্কভাতাও সে পায়। কিন্তু তা সংগ্রহ করতে তাকে প্রায় ৬ ঘন্টার দূর্গম পথ হেঁটে পার হয়ে ১২০ টাকা খরচ করে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয়। একা একা পথ চলতে সমস্যা হয় বলে গ্রামের কোন ছেলেকে সাথে নিয়ে যেতে হয়। এরপর ব্যাংকের লম্বা লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে তাকে টাকাটা পেতে হয়। কস্ট হয় অনেক। কি করবে, টাকাতো লাগবেই। টাকা না হলে পরিবারের কেউ তাকে দুই পয়সাও দাম দিবে না। লক্ষ লক্ষ শরবতির এই সমস্যা দূর করার জন্যই তার বাড়ির কাছে ডিজিটাল সেন্টারে ভাতা ক্যাশআউট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আর তাকে দূরদূরান্তে ব্যাংকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকতে হচ্ছে না। ঘরের কাছে ডিজিটাল সেন্টারে গিয়েই সে মোবাইলের মাধ্যমে এটা সংগ্রহ করতে পারছে। বৃদ্ধ, বিধবা, গরীব নাগরিকরাও আমাদের সেবা হতে বঞ্চিত হবে না। ভাতা আজ মানুষের দোড়গোড়ায়। সেবা আসবে হাতের মুঠোয়। যাই হোক, ব্যাংকিং কার্যক্রমে সকল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে মোবাইলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পূর্বে ব্যাংকিং কার্যক্রম সাধারণ নাগরিকের হাতের নাগালে না থাকার কারণে সাধারণ নাগরিক যে কোন কাজে ব্যাংকিং সিস্টেমকে ব্যবহার করতে চাইত না। অতিরিক্ত ফরম পূরণ আর অর্থের পরিমান কম থাকায় জনগণের এই অনিহা জন্ম নেয়। সকল নাগরিকের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য দেশের সকল ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তৃণমূল জনগণকে আর্থিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে।

সরকারি বেসরকারি ৪টি ব্যাংকের সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে ২৫০০ ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে ৫৫ কোটি টাকারও বেশি। ইউডিসিতে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হওয়ার ফলে খরচ শতকরা ২৯ ভাগ এবং সময় শতকরা ১৮ ভাগ কমেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় জাতীয় পরিচয় পত্রকে ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ভাতাভোগীদের ভাতা পরিশোধের জন্য একটি পেমেন্ট সিস্টেম তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই সমস্ত অর্থ সহায়তা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদান করা সম্ভব হলে ভাতাভোগীদের ৫৮% সময়, ৩২% খরচ ও ৮০% ভিজিট হ্রাস পাবে।

সরকারি সেবায় চালান দেয়া ঝামেলাপূর্ণ হওয়ায় চালান ব্যবস্থা ইলেক্ট্রনিক করার কাজ চলমান রয়েছে। পাসপোর্ট, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ফি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের ফি-এই তিনটি সেবার ক্ষেত্রে ই-চালান পাইলট করার কাজ চলমান রয়েছে।

বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এটুআই যৌথভাবে গভর্নমেন্ট টু বিজনেস (G2B) সেবা পোর্টাল এবং সার্ভিস প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০০টি সেবা এই বাতায়নে যুক্ত করা হবে। এই পোর্টাল প্রস্তুত হলে "ব্যবসা শুরু করা সূচক"-এ বাংলাদেশকে আরো ভাল অবস্থানে নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

৬.৭ মেধা সম্পন্ন যুব শক্তি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূল হিসেবে সম্মুখে আসবে দক্ষ জনশক্তি। তাই শিক্ষাকে কর্মমূখী করতে এবং নতুন প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দীর দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দক্ষ জনশক্তিই হবে আগামী দিনের উন্নয়নে প্রধান সোপান।

দেশ এবং দেশের বাহিরে সফটওয়্যার বাজারে বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ-তরুণী কাজ করছে। মেধা সম্পন্ন এই সকল যুবক সারা বিশ্বেই দেশের নাম উজ্জল করছে। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যার তৈরি এবং পুরাতন সফটওয়্যার হালনাগাদের জন্য দক্ষ জনশক্তি দেশে রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইসিটি বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। এ সকল বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহও বাড়ছে। আইসিটি ক্ষেত্রে বাজারও সম্প্রসারণ হচ্ছে। দেশের মানুষ আইসিটি ভিত্তিক সেবা নিতেও প্রস্তুত। ইতোমধ্যে দেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা ১৪৭ মিলিয়ন। এদের মধ্যে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা ৮৩.১৪১ মিলিয়ন। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ইউটিলিটি বিল প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সার্ভিস আউটলেটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এখনই ইউটিলিটি বিল প্রদান করা হচ্ছে। যুব সমাজকে আরো বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন এ্যাপ্রেনটিসসিপ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরে ১৫,৯২০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ৩৫০+ ইন্ডাস্ট্রির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইনফরমাল সেক্টরেও সমানভাবে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান তৈরির কাজ চলছে। ৭,০০০+ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সমতলে বসবাসরত ৩০,০০০+ বেকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবক-যুবমহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে দক্ষ জনশক্তি প্রদান করার কাজও চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে ৫০,০০০ যুবক-যুবমহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্মে নিযুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিএমইটি ও বায়রা'র উদ্যোগে চলতি বছর ১লক্ষ কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন ও বিদেশে প্রেরণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

প্রস্তুতকৃত ম্যানুয়ালের আলোকে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষাবোর্ড ও এটুআই- এর যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী আগামী দুই বছরে ১লক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বিএমইটির মাধ্যমে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ৪০ হাজার উপকারভোগীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরদ্বয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য আলাদা আলাদা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও কনস্ট্রাকশন সেকশনে ২০ হাজার উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৮-এর মধ্যে বিটাক ও এটুআই- এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়াও ৪/৫ স্টার হোটেল ও রিসোর্টের সাথে পার্টনারশিপের আওতায় ২,৫০০ এরও অধিক যুবক ও যুবমহিলার দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৬.৮ নতুন প্রযুক্তি, নতুন সম্ভাবনা

সেবায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাকে আরো নাগরিক বান্ধব করতে, নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নতুন প্রজন্মকে আরো বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে চলেছে। ব্লকচেইন একটি নতুন প্রযুক্তি যার মধ্যে সেবা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। বাংলাদেশে লাইসেন্সিং এবং নথি ব্যবস্থাপনায় এবং শিক্ষা সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ব্লকচেইন ব্যবস্থার কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনায়ও এই প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বিশ্বকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে-এর ব্যবহার আনার জন্য এবং জাতিকে টেকনোলজি সেন্ট্রিক করতে প্রোটোটাইপ হিসেবে 'দপ্তর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' এবং 'জাতীয় কলসেন্টার (৩৩৩)' উদ্যোগের সাথে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ভিত্তিক রেসপন্স সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে যা সরকারি সেবা প্রদানে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

ডাটা নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী রূপ দিতে নতুন প্রযুক্তি হিসেবে বিগডাটা খুবই কার্যকর। বর্তমানে ইলেক্ট্রিসিটি, কৃষি, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের ডাটা সমূহ বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই সকল ডাটার সাথে আবহাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য বা পুষ্টির ডাটা কোরিলেশন করে সিদ্ধান্ত-প্রণেতারা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সে উপায়ে উপস্থাপন করা হবে। এতে করে ডাটা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুদূর প্রাসারী নীতি পরিবর্তন করার চর্চা সরকারি পর্যায়ে শুরু করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৬.৯ No one left behind

নারী এবং প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার নারী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৫ হাজারেরও অধিক নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৩ হাজার জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

নারীদের উন্নয়নে ওমেন ইনোভেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ইতোমধ্যে ৫টি নারী বান্ধব প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১১টি নারী বান্ধব প্রকল্প ফান্ডের জন্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। নারীদেরকে মূল ধারার উন্নয়নের সাথে যুক্ত করার জন্য এই উদ্যোগ খুবই উপযোগী। তাছাড়াও সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় বেশ কিছু প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতমঃ

- ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরি;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্র;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ইপরিষেবা-;
- বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের ডিভাইস;
- মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্প মূল্যের মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক রিডার।

প্রতিবন্ধীতা দূরীকরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগের কাজ শুরু করা এবং চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি হিসেবে তৈরী হতে সহযোগীতা করা হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০৯টি পাঠ্য বইয়ের জন্য ডিজিটাল টকিং বুক চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধীতা শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন বাঁধা হয়ে দাড়াবে না। সকল ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধী বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে একটি ওয়েব একসেসিবিলিটি টুলকিট তৈরির জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড দেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী বান্ধব উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৪ টি নির্বাচিত চ্যালেঞ্জ ফান্ডের কাজ শুরু করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ৪টি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকা সমস্যার সমাধান হবে।

তাছাড়া গ্রামীণ নিরক্ষর মহিলা-পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী সহায়ক বাংলা কি বোর্ড এবং বাংলায় পরিচালিত মোবাইল অ্যাপ “সাথি” তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশের ২ কোটি কৃষক সেবা গ্রহণ করতে পারবে। প্রবাসী শ্রমিকরাও এটা ব্যবহার করতে পারবে। অক্ষরজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেবা নিতে কোন সমস্যা হবে না।

গরীব ভাতাভোগীরা যাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সহজে ভাতা পেতে পারে সেজন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ভিত্তিক একটি পেমেন্ট সিস্টেমের কাজ চলমান রয়েছে। ভাতা প্রাপ্তির সকল কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে করা হবে। এতে গরীব ভাতাভোগীরা সহজে তাদের ভাতা ঘরে বসেই পাবে, কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই।

৬.১০ ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত সংস্কার (আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়)

বিষয়বস্তু	আইন/গাইডলাইন/ নীতি/ সার্কুলার জারি হওয়ার ধরণ	সময়	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
Innovation Plan Submission - 'ইনোভেশন টিমসমূহের ২০১৭ সালের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা এবং ২০১৬ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত'	সরকারি নির্দেশনা	জানুয়ারী, ২০১৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত' জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়	জিও	জানুয়ারী, ২০১৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত'- মন্ত্রণালয় পর্যায়	জিও	জানুয়ারী, ২০১৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
'২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন'-এ APA সিস্টেমে উদ্ভাবন বিষয়কে যুক্ত করা	সার্কুলার এবং গাইডলাইন	জুলাই, ২০১৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ব্র্যান্ডিং কৌশল	কৌশলপত্র	অক্টোবর ২০১৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
'ডিজিটাইজেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত' জিও পত্র	জিও	ডিসেম্বর ২০১৭	দুর্যোগ ব্যবহস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান বিষয়ক' পত্র জারি	পত্র	এপ্রিল ২০১৭	যুক উন্নয়ন অধিদপ্তর
'শিক্ষক বাতায়নে শতভাগ শিক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (মাধ্যমিক)' পত্র জারি	জিও	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
'শিক্ষক বাতায়নে শতভাগ শিক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (প্রাথমিক)'-এ পত্র জারি	জিও	মার্চ ২০১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
'জেলা অ্যাম্বাসেডরদের নির্দেশনা' বিষয়ক গাইডলাইন	গাইডলাইন	নভেম্বর ২০১৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৬.১১ পুরস্কার ও স্বীকৃতি

- **WSIS** অর্জনঃ ২০১৭ সালে এটুআই টানা ৫ম বারের মত WSIS পুরস্কার অর্জন করেছে। যথাঃ

বছর	পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রজেক্টসমূহ	অর্জন
২০১৭	স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য এসপিএস	বিজয়ী
	পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য ওয়েব ভিত্তিক পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদের আবেদন পদ্ধতি চালু	বিজয়ী
	ক্ষমতায়নের জন্য টিচার্স প্রোর্টাল	বিজয়ী
	কৃষকের জানালা	বিজয়ী

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ নিম্নরূপঃ

- আইসিটির জন্য ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার;
- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট'স পুরস্কার এবং এ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিন্সান ২০১৭ অর্জন এবং ইনোভেশন এবং এক্সিলেন্সির জন্য ওপেন গ্রুপ পুরস্কার ২০১৭;
- ইনোভেশন প্রকল্প Autism Barta কর্তৃক BASIS National ICT Awarad 2017 এবং Asia Pacific ICT Alliance (APICT) 2017 অর্জন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কতৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহ

আইসিটি পণ্য ও সেবাসমূহের ব্যবসায়িক সুবিধা সৃষ্টি ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হতে বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭, ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮, CIRT ল্যাব উদ্বোধন, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি উদ্বোধন, বিপিও সামিটি বাংলাদেশ ২০১৮, পেপ্যল লন্চিং, উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ, জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮, ১ম জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ২০১৭, ACM-ICPC বেইজিং এ অংশগ্রহন, জাপান আইটি উইক ২০১৮, ১৭তম অ্যাপিকটা এওয়ার্ড-২০১৭, WCIT-2017 তাইওয়ান সম্মেলন, যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাষ্টারপ্ল্যান' শীষর্ক সেমিনার, 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' বিষয়ক সেমিনার এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলা উল্লেখযোগ্য।

৭.১ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭

৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সফলভাবে সমাপ্ত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এ প্রোগ্রামে সেমিনার, আইটি ক্যারিয়ার মেলা, সফটওয়্যার শোকেসিং, ই-গভর্নেন্স এক্সপো, মোবাইল ইনোভেশন এক্সপো, ই-কমার্স, গেমিং, ইনোভেশন এন্ড রোবটিক, ইন্টারন্যাশনাল এবং মেড ইন বাংলাদেশ জোন অন্তর্ভুক্ত ছিল । এ কনফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি সেমিনার/কর্মশালায় ৭৫ জন বিদেশী ও ২১৪ জন দেশী বক্তা অংশগ্রহণ করেন । ৩৪১ টি স্টল ও প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন পন্য ও সেবা প্রদর্শন করা হয়। মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স এ মোট ৬ টি দেশ (Bhutan, Cambodia, Congo, Maldives, Saudi Arabia, Philippines) অংশগ্রহন করেন। এবারের মেলায় ৫,০০,০০০ (পাচঁ লক্ষ) এর অধিক দশনার্থী মেলা পরিদশর্ন করেন।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ রোবট মানবী সোফিয়ার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন

৭.২ ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

বিএনইএ প্লাটফরম উদ্ভাবনের জন্য গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ -তে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে (বিসিসি) 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' প্রদান করা হয়। ব্যাঙ্গালোরের লিলা প্যালেসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' হস্তান্তর করছেন
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

৭.৩ CIRT ল্যাব উদ্বোধন

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে BGD e-Gov CIRT (Computer Incident Response Team) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ First Organization এর মাধ্যমে Global Forum for Incident Response and Security Teams এর সদস্য পদ লাভ করে। BGD e-Gov CIRT ইতোমধ্যে সাইবার আক্রমণ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করায় ওআইসি সার্টের স্বীকৃতি পেয়েছে।

২৬ জুলাই ২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় আগারগাওয়ের আইসিটি ভবনে বাংলাদেশে প্রথম সফ্টওয়্যার টেস্টিং ল্যাব এবং হ্যাকিং প্রতিরোধে কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম ল্যাব উদ্বোধন করেন

৭.৪ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি উদ্বোধন

'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন বিষয়ক গাইড লাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা একাডেমী উদ্বোধন করেন। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমীতে ৬৪ জন স্টার্টআপকে বাছাই করে ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, প্রথম কিস্তিতে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

২৬ জুলাই ২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (iDEA)উদ্বোধন করেন

৭.৫ বিপিও সামিটি বাংলাদেশ (BPO Summit Bangladesh) ২০১৮

আইসিটি বিভাগের মূল আয়োজনে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৫-১৬ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ঢাকাতে বিপিও সামিটি বাংলাদেশ-২০১৮ আয়োজন করা হয়। BPO কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা, বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ, দেশের তরুণ ও তরুণীদের এই খাতে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের BPO সেক্টরের অবস্থানকে তুলে ধরা ছিল উক্ত সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য। এবার BPO Summit Bangladesh-২০১৮ এর মূল বিষয়বস্তু ছিলো 'Creative Economy'.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ বিপিও সামিটি বাংলাদেশ ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

৭.৬ PayPal Launching & Freelancers' Conference

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'PayPal Launching & Freelancers' Conference' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি জেলা হতে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী মোট ৪০ জন করে ফ্রিল্যান্সার এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'PayPal Launching & Freelancer's Conference' আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ

৭.৭ উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াইফাই)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সাহায্য করবে আইসিটি। এই লক্ষ নিয়ে গত ৫জুলাই ২০১৭খ্রিঃ তারিখ রাজধানীর একটি হোটেলে উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভের (ওয়াইফাই) বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। এই কার্যক্রমের আওতায় আগামী তিন বছরের মধ্যে ৩০ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে আইসিটিতে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ, ইউএন-এপিসিআইসিটির পরিচালক হিউন-সুক রি এবং আইসিটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। ওয়াইফাই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি) এবং বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি (বিডব্লিউআইটি)।

ওয়াইফাই বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

৭.৮ জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮

দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী নির্বাচন ও শিশু কিশোরদের প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ১৮০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০৫ জন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১৬ জন শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এই উদ্যোগে CRI এবং Young Bangla সহযোগিতা করে।

জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০১৮ তে শিশু ও কিশোরদের মাঝে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

৭.৯ ১ম জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ২০১৭

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ ১ম জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম' এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সকালে শাহবাগস্থ জাতীয় যাদুঘর প্রাঙ্গন হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত একটি র‍্যালি বের হয়। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার' প্রদান, শ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার কোম্পানি, শ্রেষ্ঠ অনলাইন ব্যাংকিং সার্ভিস, শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সেক্টরে ই-সার্ভিস/আইসিটি ইনোভেশন এর সাফল্যের ভিত্তিতে পুরস্কার দেয়া হয়।

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ ১ম জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ২০১৭ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

৭.১০ ACM-ICPC (Association for Computing Machinery - International Collegiate Programming Contest) বেইজিংয়ে অংশগ্রহণ

বিগত ১৫-২০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ACM-ICPC World Finals এ বাংলাদেশ হতে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দল (বুয়েট ও শাহজালাল) চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ACM-ICPC World Finals এ বাংলাদেশের ৮সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল

৭.১১ জাপান আইটি উইক ২০১৮

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল জাপানের টোকিওর বিগ সাইটে সর্ববৃহৎ আইটি মেলা জাপান আইটি উইকে ২০১৮ অংশ নিয়েছেন। মেলায় বিভিন্ন দেশের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের স্টল ও বুথের পাশাপাশি বিসিসি সহ বাংলাদেশের ১৬ টি আইটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের তথ্য-প্রযুক্তি ও সেবা প্রদর্শন করছেন। মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জাপান আইটি উইকে ২০১৮ বাংলাদেশের স্টলে বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব সহ অন্যান্য

৭.১২ ১৭তম অ্যাপিকটা এওয়ার্ড ২০১৭

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বৃহত্তম সংগঠন হলো এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (অ্যাপিকটা)। এ সংগঠন প্রতিবছর এর সদস্যভূক্ত এশিয়ার ১৭টি ইকনমি'র মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অস্কার হিসেবে স্বীকৃত "অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস" এর আয়োজন করে থাকে। এশিয়া অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি অ্যাপিকটা এ অঞ্চলের আইসিটি খাতের সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করে থাকে। গত ৭-১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ১৭তম "অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস" তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে ১৭তম "অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস" আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ৫১টি প্রতিষ্ঠানসহ অ্যাপিকটা'র ১৬টি ইকোনমি (দেশ) থেকে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধিরা এই আয়োজনে অংশ নেয়।

১৭তম "অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস" আয়োজন

৭.১৩ WCIT-2017 তাইওয়ান সম্মেলন

গত ১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ World Information Technology & Services Alliance (WITSA) এর উদ্যোগে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে World Congress on Information Technology 2017 (WCIT 2017) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ হতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ৫২ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে বাংলাদেশ মোট ১০টি পুরস্কারে ভূষিত হয় যার মধ্যে ইনফো সরকার প্রকল্প, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস এর পুরস্কার প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য।

WCIT and ASOCIO পুরস্কারে গ্রহন অনুষ্ঠান, ২০১

৭.১৪ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮

অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আইসিটি চর্চা উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে আগত মোট ৬০ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরীর প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩ জন করে ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক ক্যাটাগরির সেরা তিনজনকে পুরষ্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, পাটের তৈরী সামগ্রী এবং স্মার্টফোন প্রদান করা হয়।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

৭.১৫ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাষ্টারপ্ল্যান’ শীর্ষক সেমিনার

আইসিটি বিভাগের মেগা ইভেন্ট ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭’-তে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের উইন্ডি টাউন হলে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান’ শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ও কোয়েকার Contry Director ।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান’ শীর্ষক সেমিনার প্রধান অতিথি মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ও কোয়েকার Contry Director ।

৭.১৬ ‘ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা’ বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা

সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৮টি গালর্স স্কুলে (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি) 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৮ম-১০ম শ্রেণীর প্রায় ৪৫০০ ছাত্রী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে, জানতে পেরেছে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশল সমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

আজিমপুর সরকারি গালর্স স্কুলে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' বিষয়ক সেমিনার শুভ উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

৭.১৭ জাতীয় উন্নয়ন মেলা

বিগত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি. তারিখে জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্টল প্রদর্শণীতে আইসিটি বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহ একযোগে অংশগ্রহণ করে। মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক উপস্থাপনা, আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ -তে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সহ অন্যান্য

৮. উপসংহার

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। শিল্প বিপ্লব পৃথিবীকে এমনভাবে আলোড়িত করেছিল যে, পৃথিবী নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আরেকটি ধারা এসেছে একবিংশ শতকে, বর্তমান পৃথিবীতে। আর এ বিপ্লব এনেছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি। প্রযুক্তিতে জনগণের সংযুক্তি বাড়লে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে তৈরি হয় নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ। ফলাফল নতুন কাজের সুযোগ। তাই তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে একজন কর্মী অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে।

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরিতে হলেও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না। তাই প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশের সর্বত্র তথা- ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মোট কথা বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায় এ দেশের সরকার ও জনগণ। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো; বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। পাশাপাশি এদেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে সরকার।

তথ্য প্রযুক্তি এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক যোগাযোগ, বিনোদন প্রতিটি ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করছে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর নেতিবাচক দিকও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ একদিকে যেমন শিক্ষার অগ্রগতিকে বেগবান করছে, অন্যদিকে মানবিক, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। এ বিপরীতমুখিতাকে কীভাবে পরিহার করা যায়, সেটা নিয়েও ভাবা দরকার। তা নাহলে তথ্য প্রযুক্তির আড়ালে মানবিক, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে। সুতরাং সতর্কতার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।